# বুনো-গপ্প

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড্,

এলাহাবাদ

১৯২২

মূল্য ১৲ এক টাকা

কল্যাণীয়া

অতসী

ও

তারই মত কচি ছেলেমেয়েদের

হাতে দিলুম

# নিবেদন

শিশুরা বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ শেষ ক'রেই যাতে সহজে বই পড়তে পারে সেই ভাবে যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে এই গল্পগুলি লিখতে সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েচে। পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় রচনাকালে কতকগুলি গল্প প'ড়ে আমায় উৎসাহিত করেছিলেন। "হো-দের গল্প" বইটির মত এই গল্পগুলিও পূজনীয় পিতৃদেবের সংগৃহীত এবং Tne Journal of the Bihar and Orissa Research Society পত্রিকায় ইংরাজিতে প্রকাশিত Ho Folk Love অবলম্বনে লেখা।

এবারও শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিল্পীরা আমার এই বইটির ছবি এঁকে দিয়েছেন। নীচে তাঁদের নামের একটি তালিকা দেওয়া গেল। শিল্পীদের প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করচি। স্বরচিত কয়েকটি ছবিও এই পুস্তিকায় আছে। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের উৎসাহ না পেলে এই গল্পগুলি অপ্রকাশিতই থাক্‌ত। এই সুযোগে প্রকাশক মহাশয়দেরও ধন্যবাদ জানাচ্চি।

কলাভবনের শিল্পীদের নাম ঃ—

সতীর্থসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর। শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ হীরাচাঁদ দুগাড়, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, শ্রীমান্ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ হরিপদ রায়, শ্রীমান্ বিনায়ক মাসোজী, শ্রীমান্ চিত্রবীর ভদ্ররাও।

কলাভবন
শান্তিনিকেতন
২রা আশ্বিন, ১৩২৯

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

# সূচী

# বুনো-গপ্প

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড্

এলাহাবাদ

১৯২২

মূল্য ১৲ এক টাকা

কল্যাণীয়া

অতসী

ও

তারই মত কচি ছেলেমেয়েদের

হাতে দিলুম

# নিবেদন

শিশুরা বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ শেষ ক'রেই যাতে সহজে বই পড়তে পারে সেই ভাবে যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে এই গল্পগুলি লিখতে সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েচে। পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় রচনাকালে কতকগুলি গল্প প'ড়ে আমায় উৎসাহিত করেছিলেন। "হো-দের গল্প" বইটির মত এই গল্পগুলিও পূজনীয় পিতৃদেবের সংগৃহীত এবং Tne Journal of the Bihar and Orissa Research Society পত্রিকায় ইংরাজিতে প্রকাশিত Ho Folk Love অবলম্বনে লেখা।

এবারও শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিল্পীরা আমার এই বইটির ছবি এঁকে দিয়েছেন। নীচে তাঁদের নামের একটি তালিকা দেওয়া গেল। শিল্পীদের প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করচি। স্বরচিত কয়েকটি ছবিও এই পুস্তিকায় আছে। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের উৎসাহ না পেলে এই গল্পগুলি অপ্রকাশিতই থাকৃত। এই সুযোগে প্রকাশক মহাশয়দেরও ধন্যবাদ জানাচ্চি।

কলাভবনের শিল্পীদের নাম ঃ—

সতীর্থসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর। শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ হীরাচাঁদ দুগাড়, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, শ্রীমান্ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ হরিপদ রায়, শ্রীমান্ বিনায়ক মাসোজী, শ্রীমান্ চিত্রবীর ভদ্ররাও।

কলাভবন<br>শান্তিনিকেতন<br>২রা আশ্বিন, ১৩২৯

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

# সূচী

# বুনো-গপ্প

---

## ছাগলের চালাকি

এক রাখাল দেবতার কাছে একটি পাঁঠা মানত করেছিল। সে বেচারী বাজার থেকে দেখে শুনে একটি বড় বড় দাড়িওয়ালা রামছাগল কিনে আন্‌লে। রোজ রোজ সে পাহাড় নদী পার হয়ে বনে গরু চরাতে যেতো, সেদিন যাবার সময় ছাগলটাকেও চরাতে নিলে।

এদিকে বনে চরাতে গিয়ে ভোম্‌বোলদাস ছাগলটি গেল হারিয়ে। খোঁজ্, খোঁজ্! এ-বন সে-বন ক'রে আর কোথাও তাকে না পেয়ে বেচারী রাখাল মনের দুঃখে বাড়ী ফিরলে।

এদিকে ছাগলটি তখন ঝম্ ঝম্ ক'রে আকাশ ভেঙে জল পড়চে দেখে একটা পাহাড়ের বড় ফাটালের ভিতর ঢুকে পড়ল। সেটি ছিল আবার বাঘভায়ার বাসা। বাঘ বেচারীও জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে ঘরে ফিরবেন কি—দেখেন, তাঁর দুয়োরে ইয়া বড় বড় দাড়ি নিয়ে ছাগলভায়া দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্চে। তাকে চিন্‌তে না পেরে বাঘ

"দাড়ি নেড়ে জাবর কাটে কে হে বটে ওটা,
সরু সরু ঠেঙের পরে পেট্‌টি ভাগর মোটা ?"

দেড়ে-ছাগল গম্ভীর ভাবে চোক পাকিয়ে শিং আর দাড়ি নেড়ে জবাব দিলে :—

"বন-বাদাড়ের মালিক আমি
থাকি সবার ঘরে,
ছা-গুলো সব সাবাড় ক'রে
আছি তোমার তরে।
নামটি আমার 'হালুম' !
একটু পরেই পাবে বাছা হাড়ে হাড়ে মালুম।"

ছাগলের শিং নাড়া আর দাড়ি নাড়া দেখে ভয়ে বাঘের পা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। বেগতিক দেখে পিছন ফিরে চোঁ-চাঁ দৌড় দিলে। একবার ফিরেও দেখ্‌বার সাহস হল না। হেনকালে তার সাথে শেয়ালভায়ার দেখা হ'ল। শেয়াল তাকে ঐরকম লেজ গুটিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখে জিগ্‌গেস করলে :—

"দাদাঠাকুর, ও দাদাঠাকুর, অমন ক'রে লেজ গুটিয়ে ছুট্‌চো কোথা, হ'ল কি তোমার ?"

বাঘ বেচারী তাকে মনের দুঃখু সব বল্‌লে। শেয়াল বাঘের কাছে সব শুনে বল্‌লে :—

"কিছু না, ছাগ্‌লাটা তোমায় ঐ রকম ঠকিয়েচে বুঝতে পারচি, চল দাদা আমার সাথে, আমি তাকে ঠিক ক'রে দেব। বাঘ বল্‌লে :—

"বলিতে সহজ বটে করিতে তা নয়,
যে করে সে মারা পড়ে পরের কিবা হয় ?

তেড়ে এলে তুমি ত ভায়া আমায় ফেলে স'রে পড়বে, তখন আমি যাই কোথা ?"

শেয়াল শেষে বল্‌লে, "এস আমরা তাহ'লে আপোষে মিটমাট ক'রে নি। দাদা, তুমি যদি ভাব যে আমি সেই হতভাগা ছাগ্‌লার ভয়ে স'রে পড়ব, তাহলে বরং তুমি আমার লেজের সংগে তোমার লেজটা বেঁধে নাও।" বাঘ শেষে শেয়ালের লেজটা নিজের লেজে বেঁধে নিয়ে পাহাড়ের ফাটালের দিকে চল্‌ল। ছাগল তাদের দুজনকে দূর থেকে আস্‌তে দেখে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌লে ঃ—"আমার কপাল ভাল দেখ্‌চি। এমন—

জোড়া জোড়া ভোজ,
কোথায় পাব রোজ।"

বাঘ সেই কথা শুনে ভয়ের চোটে তো বন-বাদাড়, ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় ছুট দিলে। লাভে হ'তে বাঘের লেজে বাঁধা থেকে শেয়াল পাহাড়ের পাথরে, কাঁটা-খোঁচায় একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল। তারপর থেকে ছাগল সেইখানে সেই পাহাড়ের ফাটালে বেশ আরামে দিন কাটাতে লাগ্‌ল।

# শেয়ালের চালাকি

এক চাষা তার জমিতে লাঙল দিতে গেছে। তার হালে একদিকে ছিল একটা মোষ আর একদিকে ছিল একটা বলদ। সে চাষ দেবার জোগাড় করচে ঠিক এমন সময় কোথা থেকে এক শেয়াল ঘুরতে ঘুরতে তার কাছে এসে হাজির। সে চাষাকে বল্‌লে, "কি হে মিতে, লাঙল দেওয়া হবে বুঝি?"

চাষা জবাব দিলে, "হাঁ ভায়া, তারই তো জোগাড়ে আছি।" শেয়াল আবার তাকে জিগ্‌গেস করলে, "আমায় ডিম খেতে দেবে কবে?" লাঙল দিতে দিতে চাষা জমির আলের ধারে উইয়ের ঢিবির মাথাটা ভেঙে দিয়ে শেয়ালকে তার উপর ভাল ক'রে বস্‌তে বল্‌লে। আর তাকে বল্‌লে, "ভয় কি ভায়া, শুকনো পাথরের ভিতর থেকে যখন জল বেরোবে তখন তুমি আমার কাছ থেকে ডিম খেতে পাবে।" শেয়াল চুপ ক'রে সেই উইয়ের ঢিবির উপর ভাল মানুষটি সেজে ব'সে রইল। এদিকে হয়েছে কি, উইগুলো সুযোগ বুঝে তার পেটটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে ছেঁদা ক'রে দিয়েচে। সে বেচারা তা টেরও পায়নি।

খানিকবাদে চাষা জমিতে চাষ দিতে দিতে হঠাৎ একটা ইঁদুর পেয়ে গেল। সে তখন সেটাকে ধ'রে শেয়ালকে দিয়ে বল্‌লে "মিতে, এই নাও এই ডিম।" যাঁহাতক সেই ইঁদুরটাকে পাওয়া, শেয়াল ভায়া অমনি সেটাকে মুখে পুরে ফেল্‌লে। এদিকে পেটের মধ্যে উই পোকাতে যে ছেঁদা ক'রে দিয়েছিল সেই ছেঁদা দিয়ে আবার ইঁদুরটা গ'লে বেরিয়ে পড়ল। শেয়াল ভাব্‌লে আর একটা

নতুন ইঁদুর বুঝি বেরল, সে খপ্ ক'রে ধ'রেই আবার তাকে মুখে পূরলে। যতবারই মুখে পোরে ততবারই ইঁদুরটা তার তলপেট দিয়ে গ'লে বেরিয়ে যায়। শেষকালে শেয়াল টের পেলে যে, উইয়ে তার পেট ছেঁদা ক'রে ফেলেচে। তখন বেচারা তার দুঃখের কথা চাষাকে বল্‌লে। বল্‌লে, "চাষা ভায়া, এখন করি কি বল? পেটটা তো উইয়ে ছেঁদা ক'রে দিলে, এখন খাব দাব কি ক'রে? চাষা তাকে সাহস দিয়ে বল্‌লে, "ভয় কি মিতে, মুচীর কাছে যাও, পেটটা চামড়া দিয়ে শেলাই ক'রে দেবে এখন।"

শেয়াল তখন চাষার কথামত একটা মুচীর কাছ থেকে পেটটা ছাগলের চামড়া দিয়ে শেলাই করিয়ে নিলে। তাতে তার পেটটা জুড়েও গেল, আর একটা ভারি মজা হ'ল। সে সেই থেকে পেটের শেলাই করা চামড়াটা কাঠি দিয়ে ঢাকের মত যখন খুসী বাজাতে পারত।

এদিকে সে মনে মনে চাষার উপর বেজায় চ'টে রইল। তাকে ফাঁদে ফেল্‌বার নানারকম মতলব ঠাওরাতে লাগ্‌ল। একদিন সে এক মতলব আঁট্‌লে। যে-গাঁয়ে সেই চাষা থাক্‌ত সেই গাঁয়ে ভোর বেলা গিয়ে লোকেদের ব'লে এল—"আজ বিকেলে ডাকাত পড়বে তোমরা তার আগে গাঁ ছেড়ে না পালালে বিপদ ঘট্‌বে।"

বিকেলে সে আবার সেই গাঁয়ে ঢুকে লোকদের বল্‌তে লাগ্‌ল "আরে, আরে, তোমরা করচ কি? এখনও পালাওনি? ঐ দেখ সব ডাকাতরা এল ব'লে। তোমাদের পোষা মুরগী, ছাগল, গরু সব রেখে এখন চট্‌পট্ স'রে পড়।" এই কথা ব'লেই শেয়াল গাঁ থেকে খানিক তফাতে স'রে গিয়ে তার পেটের সেই চামড়াটা ঢাকের মত জোরে জোরে পিট্‌তে লাগ্‌ল। তখন ঢাকের আওয়াজ পেয়ে গাঁয়ের লোকেরা বেজায় ভয় পেলে; তাড়াতাড়ি যে যে-দিকে পারলে ভয়ের চোটে পালাল। এদিকে শেয়াল করলে কি, গাঁয়ের লোক সবাই গাঁ ছেড়ে যেই পালিয়েচে অমনি তাদের পোষা মুরগী, ছাগল যা ছিল সব নিয়ে তার নিজের বাড়ীতে রেখে এল।

গাঁয়ের লোকেরা পরের দিন সকালে তাদের ঘরে ফিরে দেখে, যে, তাদের একটিও ছাগল আর মুরগী নেই—সবই লুট হয়ে গেছে।

তারপর কিছুদিন আবার এমনি বেশ কেটে গেল। আবার একদিন শেয়াল গাঁয়ের লোকেদের ভয় দেখিয়ে মুরগী পাঁঠা জোগাড় করবার মতলব করলে। সেদিনও তার কথা শুনে সবাই গাঁ ছেড়ে পালাল বটে, তবে শেয়ালের কপাল ছিল সেদিন খারাপ, তাই গাঁয়ের একটা থুথ্‌থুড়ি বুড়ী বেচারী সেদিন গাঁ ছেড়ে পালাতে না পেরে গোয়ালে লুকিয়ে বসেছিল। সে আড়াল থেকে শেয়ালের সব চালাকি টের পেয়ে গেল। সে, পরের দিন সকালে গাঁয়ের লোকদের শেয়ালের সব চালাকির কথা ব'লে দিলে। লোকেরা তখন সেই শেয়ালটাকে সাজা দেবার মতলব করলে। তারা করলে কি, গাঁয়ের যে-পথ দিয়ে শেয়ালটা রোজ ঢুক্‌তো সেখানে একটা নরম মোমের বুড়ী গ'ড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দিলে।

শেয়াল আবার তাদের ঠকাবার মতলবে ঠিক সেদিন সেই পথ দিয়েই গাঁয়ে ঢুকেচে। সাম্‌নেই দেখে পথ আগলে একটা বুড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সে পুতুলটাকে বুড়ী মনে ক'রে রেগে বল্‌লে, "সর্ বল্‌চি বুড়ি, আমার পথ ছাড়, তা না হ'লে মজা দেখাব এখন?" মোমের পুতুলটার কাছে জবাব না পেয়ে সে আরো চ'টে গেল। তখন সে আবার রেগে তার পেটের ঢাক বাজাবার কাঠিটা দিয়ে তাকে জোরে মারতে গেল। কাঠিটা মোমেতে গেল এঁটে—কিছুতেই ছাড়াতে পারে না। সে মনে করলে বুড়ী বুঝি কাঠিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিলে, তাই সে আবার আরো রেগে তাকে মেরে দিলে এক চড়। যাঁহাতক চড় মারা অম্‌নি তার হাত গেল আট্‌কে। তখনও বুঝ্‌তে না পেরে আরো রেগে লাথি ছুঁড়লে। তাতে তার পা-ও গেল মোমের বুড়ীটার গায়ে আট্‌কে।

খানিক বাদে গাঁয়ের লোক শেয়াল মোমের বুড়ীর গায়ে আটকা পড়েছে টের পেয়ে লাঠি শোঁটা নিয়ে মারতে এল। শেয়াল তখন তারা মারবে

ধান বোনা ( হোরো ) পরবে দেয়ালে আঁকা ছবি

দেখে অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে বল্‌লে, "তোমরা আমায় এমন ক'রে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরোনা, দোহাই তোমাদের, তার চেয়ে তোমরা আমায় কামারশালে নিয়ে গিয়ে লাল গরম লোহা দিয়ে পিটিয়ে মার।" লোকেরা তার কথা শুনে ভাব্‌লে যে তাকে গরম লোহার ছেঁকা দেবে। এদিকে যেমন তারা তাকে কামারশালে আগুনের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখেচে অমনি গরম হাপরের আঁচ লেগে তার হাত পায়ের মোম গেল গ'লে। আর সেও সেই সুযোগে দিলে একেবারে পিট্‌টান!

# খরগোসের ভাঁওতা

এক গহন বনের ভিতর একটি গাঁ ছিল। আর সেই বনটাতে একটা মানুষ-খেকো বাঘ থাকৃত।

একদিন সেটাকে ধরবে ব'লে গাঁয়ের সবাই মিলে মতলব আঁটলে। তারা করলে কি, তাদের পাড়ার কামারকে দিয়ে একটা খুব বড় দেখে লোহার খাঁচা গড়ালে। খাঁচাটা একটা নালার মুখে রেখে দিয়ে তার একদিকে একটা ছাগল বেঁধে রেখে দিলে। সাম্‌নের দিকে খাঁচার দরজাটা এমন ভাবে খোলা রাখ্‌লে যে, বাঘটা ছাগলের লোভে খাঁচায় ঢুকৃলেই খাঁচার দরজাটা যাবে প'ড়ে।

সাঁঝের বেলা বাঘটা ছাগলটাকে দেখ্‌তে পেয়ে লোভে লোভে যেই খাঁচার দোর দিয়ে ঢুকেচে, আর অমনি সেটা গেছে প'ড়ে। বাঘ বেজায় ফাঁপরে প'ড়ে গেল—আর বেরোতে পারে না। এমন সময় সেদিক দিয়ে একজন লোককে যেতে দেখে বাঘ অনেক ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, "দোহাই তোমার, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, তাহ'লে আমি তোমার চিরদিনের মত মিতে হয়ে থাকৃব।" মানুষটা তখন তাকে বল্‌লে, "তুমি হ'লে বাঘ, তোমায় ছেড়ে দিলে তুমি আমার ঘাড় মট্‌কাবে আর কি! সেটি হবে না।" বাঘ তাতে বল্‌লে, "আমি ঠিক্ বল্‌চি তোমার আমি কিছুই করব না, ছুটি পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।" লোকটি তার কথায় ভুলে গিয়ে যাঁহাতক তাকে ছেড়ে দেওয়া, অমনি সে "হালুম" ক'রে তার ঘাড়ে এসে পড়ে আর কি। লোকটা তখন বাঘকে অনেক ক'রে বল্‌লে যে, তার বাড়ীতে বুড়ো মা বাপ

আছে, তাদের একবার সে দেখে আস্‌তে চায়। বাঘ তখন তাকে ছেড়ে দিলে,

আর তার সংগে সংগে তার বাড়ীতে চল্‌ল। পথে তারা দুজনে একটা শিমুল গাছের তলায় জিরোবে ব'লে বস্‌লো। লোকটি তখন সেই গাছকে তার বিপদের কথা সব বললে। গাছ শুনে তাকে বল্‌লে, "তোমরা মানুষেরা খালি গাছের শুকনো ডাল ভেঙে ভেঙে রাঁধ্‌বে আর শিকড় খুঁড়ে নিয়ে ওষুধ করবে, তোমায় এখন তার ফল ভোগ করতে হবে।"

তারপর আবার বাঘ আর সেই লোকটি সেখান থেকে চল্‌তে লাগ্‌ল। অনেক পাহাড়, নদী, মাঠ পেরিয়ে আবার অনেকটা পথ চ'লে তারা জিরোবে ব'লে একটা শাল গাছের তলায় দুজনে বস্‌ল। মানুষটি আবার শালের কাছে দুঃখু জানাতেই ঠিক সেই আগেকার মতই জবাব পেলে।

সেখান থেকে আবার বাঘের সাথে সাথে যেতে যেতে পথে একটা খরগোসের দেখা পেলে। তাকে লোকটি আবার তার দুঃখের কথা বল্‌লে। তার জবাবে খরগোস বল্‌লে, "ঠিকই হয়েচে, যেমন তোমরা তীর ধনুক দিয়ে আমাদের মারতে তাড়া কর, তার ঠিক হাতে হাতে ফল আজ এই বাঘের কাছেই পাবে।" মানুষটা আবার তাকে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে ধ'রে পড়ল যে, তাকে এবার কোনোমতে বাঁচাতেই হবে। তখন খরগোসটা ঘাড় বেঁকিয়ে বোকা সেজে খানিক চোক বুঁজে থেকে তারপরে বাঘকে বল্‌লে, "এ লোকটা কি যে বলে তার ঠিক নেই, তোমার মত অত বড় পশুরাজ কি কখন এতটুকু একটা খাঁচায় ঢুক্‌তে পারে—এও কি কখন দুনিয়ায় হয়? না, এ আমি চোখে না দেখ্‌লে কোনোমতেই মান্‌তে চাইনে।"

বোকা বাঘ খরগোসকে তার খাঁচার ভিতর ঢোকাটা দেখাবে ব'লে তাদের সংগে ক'রে সেই গাঁয়ের কাছে গেল। সেখানে সেই খাঁচাটা দেখেই খরগোস বেজায় ঠাট্টার ছলে নাক সিঁটকে হেসে বল্‌লে, "আরে রাম, তোমার মত ভুঁড়িদাস বাঘ কখন এই সরু খাঁচাটায় ঢুক্‌তে পারে? এ গাঁজাখুরি গপ্‌প তোমার শুন্‌ব কেন? একবার খাঁচায় ঢুকে দেখাও দেখি?"

যেমনি খরগোস ঐ কথা বল্‌লে অমনি বাঘ রেগে গস্ গস্ করতে

করতে খাঁচার ভিতর ঢুকে দেখাতে গেল। যাঁহাতক বাঘ খাঁচায় ঢোকা আর লোকটা অমনি দোরটা দিলে চেপে।

বাঘ ধরা পড়তেই তখন খরগোস মানুষটিকে বল্‌লে, "এইবার তোমার শোধ তোলার পালা, বাঘটাকে একটা ঢিল ছুঁড়ে মার দেখি, একবার দেখি।" বাঘকে তখন ঢিল মেরে মানুষটা চ'লে গেল। খরগোসও পালাল। গাঁয়ের লোক তারপর এসে বাঘটাকে খাঁচায় পেয়ে লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে মারলে।

# ছোটভায়ের কপাল

একগাঁয়ে সাত ভাই থাকৃত। ছোটটির নাম ছিল "লিতা"। কিছুকাল ধ'রে তারা এক বাড়ীতেই বাস করত।

একদিন তারা ভাব্‌লে তাদের বিষয়-আশয় জায়গাজমি সবাই মিলে ভাগ ক'রে নিয়ে আলাদা হবে। সবাই মিলে ভাগ বাঁটরা ক'রে সব বিষয়-আশয় নিয়ে নিলে পর, লিতার কপালে জুট্‌লো একটা বুড়ো মোষ।

সে বেচারী সেইটেকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে চল্‌ল।

অনেক দিন ধ'রে নানান দেশ ঘুরে এক রাজার পুকুরের ধারে মোষ চরাবার ভাল সবুজ ঘাস আছে দেখ্‌তে পেয়ে সেইখানেই সে কুঁড়ে ঘর বেঁধে র'য়ে গেল।

এখন একদিন সেই দেশের রাজার সাতটি মেয়ে সেই পুকুরে নাইতে এসেচেন। নাইবার আগে তাঁরা সাতজনেই তেঁতুলের কাই আর সাজিমাটি দিয়ে গা ধোবেন ব'লে কাইটাকে সাত ভাগ করলেন। তারপর সাত ভাগ ক'রেও কিছু বেশী থেকে গেল দেখে সেটা তাঁরা লিতাকে দিয়ে দিলেন।

লিতাও তখন কাইটা মেখে অপর একটা অ-বাঁধা ঘাটে নাইতে নেবে গেল। রাজার মেয়েরা নাইতে নাব্‌লেন, তারই ঠিক অপর পারে একটা শান-বাঁধান ঘাটে। তারপর, নাইতে নাইতে রাজার সাত মেয়েতে মিলে জলে নানারকম খেলা কর্‌তে লেগে গেলেন। শেষে তাঁরা লিতাকেও তাঁদের দলে টান্‌লেন।

লিতা খুব ভাল খেল্‌তে পারত। তার খেলাতে রাজার মেয়েরা ভারি খুসী হয়ে গেলেন। রাজার মেয়েরা যখন লুকোচুরি খেল্‌বার ছলে জলে ডুবে

দিতে লাগল্, "এইটি হ'লেন বড়"—"এইটি হ'লেন মেজ"—এমনি ক'রে সবাইকে ছুঁয়ে শেষে ছোটকে ছুঁয়ে বল্‌লে—"এইটি হ'ল আমার ক'নে।"

এইবার লিতার লুকোবার পালা—মেয়েরা এবার তাকে জলের তলা থেকে খুঁজে বের করবেন। লিতা লুকোবে ব'লে জলে ডুব দিলে। এদিকে ঠিক সেই সময় লিতার বুড়ো মোষটা জল খেতে নেবেছিল; সে জলে চুমুক দিতে গিয়ে তাকে পর্য্যন্ত পেটের ভিতর পুরে ফেল্‌লে। রাজার মেয়েরা পুকুরে ডুবে ডুবে কত খুঁজ্‌লে, কিছুতেই তাকে আর বের করতে পারলেন না।

তখন তার কাছে হার মেনে তারা পুকুর থেকে যেই উঠে যাবে,—সব শেষের দিকে ছিলেন ছোট মেয়েটি, লিতা মোষের পেট থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তার আঁচলটা ধ'রে ফেল্‌লে। আর তাকে তার বোনেদের সংগে কিছুতেই রাজবাড়ীতে ফিরে যেতে দিলে না।

শেষে ছোট মেয়েটি লিতার কুঁড়েঘরে তার বৌ হয়ে র'য়ে গেল। আর তার বাকি ছ' বোন বাড়ী ফিরলেন।

লিতা কিছুদিন সেই কুঁড়ে ঘরে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ একদিন তার সেই ঘর যাদুর চোটে একেবারে রাজবাড়ীর মত বিরাট হয়ে পড়ল। এদিকে রাজা একদিন তাঁর ছোট মেয়েটির খোঁজ ক'রে দেখেন যে, মেয়েটি নেই। খোঁজ্! খোঁজ্,—শেষে শুন্‌লেন যে মেয়েরা সবাই পুকুরে নাইতে গিয়েছিলেন, সেই সময় ছোটটি হারিয়ে গেছে। বড় মেয়েদের ডাকিয়ে এনে তাদের কাছে জিগ্‌গেস্ করলেন। তাঁরা গোড়ায় ভয়ে কিছুতেই লিতার কথা বল্‌তে চান না—পরে যখন তাঁরা দেখ্‌লেন যে না ব'লে উপায় নেই, তখন লিতার কথা আর তার সেই মোষের কথা সব ব'লে দিলেন।

রাজা শেষে রাজসভায় সকলের সংগে কথা ক'য়ে ঠিক্ করলেন যে, লিতার বুড়ো মোষটার সাথে তাঁর ভাল মজবুৎ মোষটাকে লড়িয়ে দেবেন। ভেবেছিলেন তাঁর তেজী মোষ বুড়ো মোষটাকে মেরে ফেল্‌বে—কিন্তু কাজের বেলা

তা হ'ল না, বুড়ো মোষ তার ভাঙা শিংটা নেড়ে এমনি তেড়ে এলো যে, রাজার মোষ ভয়ের চোটে যে কোথায় পালাল তার ঠিক্ নেই!

শেষে রাজা একটা খুব মোটা শোটা মজবুৎ দেখে মোষ আনিয়ে লিতার মোষের সংগে লড়াই করতে গেলেন। এবার লিতার মোষ বুঝ্‌লে যে বিপদ! আর তার বাঁচ্‌বার আশা নেই। তাই সে তখন লিতাকে বল্‌লে, "এবার দেখ্‌চি রাজার মোষ আমায় শেষ করবে। তবে তুমি ভয় পেয়োনা, আমি মরে গেলেই আমার চোখ দুটো উপ্‌ড়ে নিয়ে তোমার নিজের কাছে রেখে দিও। তা'হলেই দেখ্‌বে সব বিপদ থেকে তুমি বাঁচ্‌তে পারবে।"

লিতার মোষ লিতাকে যা' যা' বলেছিল ঠিক তাই হ'ল। তার মোষটা রাজার মোষের শিংএর গুঁতোতে গেল মরে। আর লিতা তার মোষের চোখ দুটো উপ্‌ড়ে নিতেই চোখ দুটো, দুটো কাল মিশ্‌মিশে পাহাড়ী কুকুর হয়ে গেল। লিতার বাড়ীতে তারা এমনি পাহারা দিতে লাগ্‌ল যে, সেখানে যায় কে! লিতা আর তার বৌ যেখানে যায় কুকুর দুটোও তাদের সংগে পাহারা দিতে যায়।

একদিন কুকুর দুটো একটা খরগোসকে তাড়া করেছিল। খরগোস বেচারী তখন কি করে, ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, "আমায় তোমরা মেরোনা। আমি তোমাদের আজ থেকে মিতে হলুম।"

এদিকে রাজা কিছুতেই না পেরে লিতার সংগে লড়াই করবেন ঠিক করলেন। তারপর লিতাকে দিন-খন ঠিক ক'রে লিখে পাঠালেন।

লিতা এবার বড়ই ভয় পেয়ে গেল। রাজার এত সেপাইদের সাথে সে একা লড়বে কি ক'রে? খরগোস তখন কুকুরদের কাছে লিতার বিপদের কথা শুনে বন থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "ভয় পেয়োনা ভাই, আমি তোমার লড়াইয়ের লোক-লস্কর জোগাড় ক'রে দেব। দেখ্‌বে রাজার লোক তোমার কিছুই করতে পারবে না।"

একটা লাঠি। বনের ভিতর যেতে যেতে পথের ধারে সে দেখ্‌লে একটা

ভালুক মউয়া গাছের তলায় পেট ভরে মউয়া খেয়ে বেশ আরামে ঘুমিয়ে আছে। খরগোস তার লাঠিটা দিয়ে তাকে আচম্‌কা এক ঘা কসে দিতেই সে থতমত খেয়ে জেগে উঠ্‌ল। তারপর তাকে জিগ্‌গেস্‌ কর্‌লে, "মিতে, আমায় তুমি মারলে কেন ভাই?" খরগোস তাকে রাজার সংগে লড়াইয়ের কথা সব বল্‌তেই ভালুক লিতার হয়ে লড়তে রাজী হল।

তারপর সেখান থেকে আরো কিছু দূর যেতেই সে দেখ্‌লে একটা বাঘ বেশ পেট ভরে হরিণ মেরে খেয়ে একটা বাঁশ ঝাড়ের তলায় ঘুমোতে লেগেচে। আবার তাকেও আচম্‌কা লাঠি দিয়ে মেরে খরগোস তার ঘুম ভাঙাতেই সে চ'টে উঠে বল্‌লে, "আমায় মারলি কেনরে খরগোস? তুই মিতে ব'লে আজ তোকে আমি কিছু বল্‌লুম্‌ না—না হ'লে মজা দেখাতুম।" আবার তাকেও আগেকার মত খরগোস সব বুঝিয়ে বল্‌তেই সেও লিতার হ'য়ে লড়তে রাজী হ'ল।

আবার কিছু দূর যেতে যেতে একটা পাহাড়ের গায়ে মৌমাছির চাক সে পেলে। সে তার লাঠির খোঁচা দিতেই মৌমাছির ঝাঁক চোটে গিয়ে তাকে কামড়াতে এল। তখন সে আবার তাদের লিতার হয়ে লড়তে বললে। তাতে তারাও রাজী হয়ে গেল। তারপর এমনি ক'রে একটা হাতীকে আর একটা সাপকে লিতার হয়ে লড়তে সে রাজী করলে।

লড়াইয়ের দিন রাজার লোক-লস্‌কর লিতার বাড়ীর কাছে এসে দেখে বনের সব জানোয়াররা তাকে পাহারা দিচ্‌চে। লড়াই যখন সুরু হ'ল তখন মৌমাছিরাই সব আগে গেল লড়তে। মৌমাছির ঝাঁক তাড়া করতেই রাজার সেপাইরা যে যেদিকে পারলে হুলের কামড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে পালাল।

রাজা কি করেন? শেষে হার মেনে গেলেন। লিতাকে সেই থেকে আর কখনও কিছু বল্‌তে সাহস করতেন না। লিতা সেই পুকুরের ধারে নিজের বাড়ীতে থাক্‌তে লাগ্‌ল, আর বনের গাছ কেটে গাঁ বসাতে লাগ্‌ল।

তার কাছে মজুর খাট্‌তে নানান দূর দেশ থেকে অনেক গরীব লোক আস্‌তে লাগ্‌ল। তার ছ' ভাইও একদিন তার নাম-ডাক শুনে তার কাছে কাজের খোঁজে এল। তারা জান্‌তো না যে, সে তাদেরই ভাই লিতা—যাকে তারা একদিন একটা বুড়ো মোষ দিয়ে গাঁ থেকে বিদায় করেছিল। লিতা তার ভায়েদের দেখেই চিন্‌তে পারলে। তারপর তাদের রাজভোগ খাইয়ে নিজের বাড়ীতেই রাখ্‌লে। রাজার ছ' মেয়ের সঙ্গে শেষে তাদের বিয়েও দিয়ে দিলে।

# বাঘ-মানুষ

এক গাঁয়ে সাতভাই আর এক বোন থাকৃত। তাদের সব ছোট ভাইটির নাম ছিল "বির্সা"। তাদের কারুরই বিয়ে হয়নি।

এখন একদিন তারা ভাই বোনে মিলে একগাঁয়ে কাজ করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে তারা দেখে কি যে, তাদের ঘর-দুয়োর কে একজন এসে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ক'রে ধুয়ে মুছে রেখে দিয়ে গেছে। তা ছাড়া তারা আরো অবাক্ হয়ে গেল যখন দেখ্‌লে যে মায় তাদের রাঁধা-বাড়াও শেষ ক'রে রেখে গেছে। তার পরের দিন আবার তারা সবাই মিলে কাজ করতে না-গিয়ে করলে কি, একভাই বাড়ীতে থেকে লুকিয়ে সব ঘটনা দেখ্‌বে ব'লে রয়ে গেল।

ভাইটি ত পাহারায় রইল। কখন এক সময় সে বাড়ীতে তেল নেই দেখে দোকান থেকে তেল আন্‌তে গেছে,—ফিরে এসে দেখে যে, আগের দিনের মত কে সব ঘর সাফ ক'রে রেখে গেছে, রাঁধা-বাড়াও তৈরী। তার পরের দিন আর এক ভাই পাহারায় রইল। সেও ধরতে পারলে না যে, কে কখন্ এসে বাড়ীর সব কার্জ সেরে দিয়ে গেছে। এমনি ক'রে আর আর সব ভাইয়েরা যখন একে একে হার মান্‌লে, তখন ছোটভাই বির্সা রইল পাহারায়। সে করলে কি, নিজের বাড়ীতে লুকিয়ে না-থেকে পাশের একজনদের বাড়ীতে ব'সে ব'সে পাহারা দিতে লাগ্‌ল।

ঠিক্ দুপুর বেলা গাঁয়ের লোকেরা সব যখন খেত-খামারে কাজ করতে চ'লে গেছে, বুড়োরা আর ছেলেমেয়েরা যে-যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েচে,—তখন সে দেখ্‌লে একটি চমৎকার দেখ্‌তে মেয়ে তাদের বাড়ীর কাজ ক'রে দিচ্‌চে। সে আর দেরী না ক'রে যাঁহাতক তাকে দেখ্‌তে পেলে অমনি তাকে ধ'রে ফেল্‌লে। তখন সেই মেয়েটি তাদের বাড়ীতে তাদের সংগে থাক্‌তে চাইলে।

তারপর তার ভায়েরা আর বোনটি কাজ থেকে ফিরে এসে সব টের পেলে। তখন তাদের বড় ভায়ের সংগে মেয়েটির তারা বিয়ে দিয়ে দিলে। এদিকে আসলে মেয়েটি ছিল বাঘ, মানুষ হয়ে তাদের বাড়ীতে এসেছিল। তা' তারা কেউই জান্‌তেও পারলে না।

তারপর কিছুদিন বেশ কেটে যাবার পর সেই নতুন বৌটি তার ননদকে নিয়ে বাপের বাড়ী বেড়াতে যেতে চাইলে। ননদকে নিয়ে ত সে নিজের বাপের বাড়ীতে গেল। এদিকে রাতের বেলায় সে বাঘের রূপ ধরে তার ঘাড়টি মট্‌কে খেয়ে দিয়ে ব'সে রইল। ননদটিকে জলযোগ করে সে আবার তার পরের দিন তার বরের কাছে ফিরে গেল। সংগে তাদের বোনটিকে ফিরতে না-দেখে ভায়েরা তাকে তার কথা জিগ্‌গেস করতে লাগ্‌ল। তখন সে তাদের সবাইকে বুঝিয়ে দিলে যে, তার বুড়ো মা-বাপের তার ননদটিকে এত ভাল লেগেচে যে, তারা আজ তাকে ছাড়তে চাইলেন না। দু-একদিন পরে তার বরকে তার বাপমারা দেখ্‌তে চান ব'লে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার সংগে যেতে রাজী করালে।

যাবার সময় পথে তারা একটা নদী পেলে। বৌ তখন বরকে সেই নদীর জল একটু চেখে দেখ্‌তে বল্‌লে। জল চাখা হ'তেই তাকে জিগ্‌গেস করলে "জলটা কেমন খেতে গো?" সে বল্‌লে, "বেশ চমৎকার।" নদীর পাড়ে পথের ধারে একটা লতাগাছ ছিল; তখন সে তার বরকে সেটা এক চোপে দু-আধখানা ক'রে কেটে ফেল্‌তে বল্‌লে। কুড়ুল দিয়ে কাট্‌তে গেল, কিছুতেই কাট্‌ল না।

তারপর তারা আবার এমনি ক'রে পাহাড় বন, নদী, খাল পার হয়ে তার বাড়ীতে এসে পৌঁছল। সেখানে এসেই তার বোনকে না দেখ্‌তে পেয়ে তার বৌকে তার কথা জিগ্‌গেস করলে। বৌ তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, তার বোনেদের সংগে ভিন্ গাঁয়ে সে কাজ করতে চ'লে গেছে, দুদিন পরে ফিরবে। রাতের বেলায় সে বাঘিনীর রূপ ধ'রে তার বরটিকে খেয়ে ফেললে।

তার পরের দিন আবার সে তার বরের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে বরের এক ভাইকে তার বাড়ীতে ডেকে এনে আগেকার মত খেয়ে ফেল্‌লে। এমনি

ক'রে ছ' ভাই আর এক বোনকে খাবার পর সে সব ছোট দেওর বির্‌সাকে তার বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গেল। পথে আগেকার মত সেই নদী পড়তেই, জলের সোয়াদ কেমন বির্‌সাকে চেখে দেখ্‌তে বল্‌লে! বির্‌সা জল চেখে দেখে বল্‌লে, "আর ত কিছুই দেখ্‌চি না, দেখ্‌চি জলটা বেজায় কন্‌কনে আর পান্‌সে। আবার তাকেও নদীর পাড়ের সেই লতাটা একচোপে কাট্‌তে বল্‌লে। বির্‌সা একচোপেই সেটাকে সাবাড় করে দিলে।

বৌদির বাড়ীতে গিয়ে তার ভাইবোনদের না দেখ্‌তে পেয়ে বিরসার মনে বেজায় খট্‌কা লাগ্‌ল। সে তার কুড়ুলটা বেশ করে শাণিয়ে নিয়ে তার কাছে রাখ্‌লে। কুড়ুলটাকে নিয়ে শুতে দেখে বৌদিদি গোড়ায় মানা করেছিল বটে, তবে যখন সে বল্‌লে যে কুড়ুল নিয়ে না শুলে তার ঘুমই হয় না, তখন আর কিছু সে বল্‌লে না। তাকে শোবার একটা কামরা ছেড়ে দিলে।

সে করলে কি, ঠিক্ সেই কামরায় না ঢুকে পাশের আর একটা কামরায় ঢুক্‌ল। সে ঘরে ঢুকে এক ঘর হাড় দেখ্‌তে পেয়ে সে সব জান্‌তে পারলে।

তারপর বির্‌সা রাতের বেলা বাঘিনী সেজে বৌদি চোখ মিট্‌কে প'ড়ে আছে দেখে চুপি চুপি সেখানে গিয়ে কুড়ুলের এক চোপে তাকে সাবাড় করলে। তারপর সেখানে আরো যতগুলো বাঘ ছিল সবগুলোকে সাবাড় করে সে সকাল বেলায় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বাড়ী ফেরবার পথে বনের মাঝে পাহাড়ের উপর এক যায়গায় সে একটা চমৎকার রঙের পাথর কুড়িয়ে পেলে। আবার কিছু দূর যেতে যেতে সে পথের এক যায়গায় একটা আমগাছে পাকা আম দেখ্‌তে পেয়ে

তার বেজায় লোভ হল। তাই সে তাড়াতাড়ি হাত থেকে পাথরটা ফেলে দিয়ে গাছে চ'ড়ে পড়ল। এদিকে পাথরটা কি রকম ক'রে হঠাৎ একটা বাঘ হয়ে তাকে গাছের উপর চড়ে তাড়া করলে। সে আর লুকোবার কোনো উপায়

নেই দেখে আমের ভিতর ঢুকে পড়ল। এদিকে ঠিক্ এমনি সময় এক টিয়ে পাখী, সে এসে ঠোঁটে ক'রে আমটি বোঁটা সমেত তুলে নিয়ে উড়ে চল্‌ল। পাখীটা আমটাকে নিয়ে যেতে যেতে একটা পুকুরের মাঝখানে ফেলে দিলে। জলে ছিল একটা মাছ—সে সেটা জলে পড়তে না পড়তেই গিলে ফেল্‌লে।

কিছুদিন পরে গরমের সময় যখন পুকুরের জল শুকিয়ে গেল, তখন পাড়ার সব লোকেরা মিলে মাছ ধরতে লাগ্‌ল। একটা বুড়ী ধরলে সেই বোয়াল মাছটা। বাড়ী নিয়ে গিয়ে সে বঁটি দিয়ে যেমনি মাছটা কুট্‌তে যাবে, অমনি মাছের ভিতর থেকে সে শুন্‌তে পেলে কে যেন বল্‌চে "বঁটিটা দেখে শুনে চালিও বাপু, দেখো যেন আমি কাটা না পড়ি।" বুড়ী মাছের পেটের ভিতর থেকে কথা শুনে ত বেজায় ভয় পেয়ে গেল। তারপর

মাছটার পেট চিরে ফেল্‌তেই তার ভিতর থেকে বির্‌সা বেরিয়ে পড়ল। বুড়ী তখন তাকে নিজের ছেলের মত কাছে রেখে নিলে।

একদিন বির্‌সা একটা নদীতে নাইতে গিয়েছিল। সেদিন আবার সেখানে সেই ঘাটেই এক রাজার মেয়েও এসেছিলেন নাইতে। বির্‌সাকে দেখে তাঁর বেজায় ভাল লাগ্‌ল। শেষে তাঁর বাপের কাছে অনেক করে মত নিয়ে তাকে বিয়ে করলেন। রাজার ছেলে ছিল না—তাই রাজা মারা যেতে জামাই বির্‌সাই শেষে রাজা হ'ল।

# কাঁকড়া ক'নে

একদিন এক চাষার ছেলে জমীতে হাল দেবার আগে আলগুলো সব ঠিক ক'রে নেবে ভাব্‌লে। ভোরে উঠেই সে তার বাঁশী আর একতারা নিয়ে সেখানে গেল। আলের পাশে বাঁশী, একতারা আর তার গামছা রেখে কোদাল দিয়ে যেমনি আল ঠিক্ কর্‌তে যাবে, অমনি আলের নীচে গত্‌তে ছিল ব'সে একটা মেয়ে-কাঁকড়া, সে তার রূপ দেখে একেবারে ভুলে গেল। সে তখন মনে মনে একটা মৎলব ঠাওরালে। করলে কি, যখন চাষার পো আন্‌মনে আল দেবার জোগাড় করচে সেই সময় চুপি চুপি তার গামছা, একতারা আর বাঁশী নিয়ে তার গত্‌তে ঢুকে পড়ল। এদিকে বেচারীর কাজ সারা হয়ে গেলে পর, বাড়ী যাবার সময় জিনিষ পত্‌তর কিছুই খুঁজে পায় না—মহা বিপদে পড়ল বেচারা! এমন সময় আলের নীচে কাঁকড়া-মেয়েকে দেখ্‌তে পেয়ে তার কাছে তার জিনিষের খোঁজ করলে। তখন কাঁকড়ী তাকে ভরসা দিয়ে বল্‌লে, "তোমার কোনো ভয় নেই—সব জিনিষ আমার কাছে আছে। তুমি আমার এই গত্‌তে ঢুক্‌লেই সেগুলো পাবে।" সে কিছুতেই তাতে রাজী হ'ল না।

তখন আর কি করে, অনেক খেটে সে বড়ই হয়রাণ হয়ে পড়েছিল, তাই জিনিষগুলোর আশা ছেড়ে বাড়ী ফিরে গেল। বাড়ীতে ফিরে জিনিষগুলো খুইয়ে তার এত মন খারাপ হয়ে গেল যে, তার মা তাকে ভাল ভাল খাবার খেতে দিলেও সে মোটেই খেলে না—চুপ ক'রে ব'সে রইল।

সে তার মাকে শেষকালে সব কথা খুলে বল্‌লে। সে পণ ক'রে বস্‌ল, কাঁকড়ীর কাছ থেকে তার জিনিষ পত্‌তরগুলি ফিরিয়ে না আন্‌লে সে আর ভাত ছোঁবে না।

কি করে, তার মা বেচারী তখন গেল সেই কাঁকড়ীর কাছে। কাঁকড়ীকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে বল্‌লে যে তার ছেলের জিনিষগুলি না ফেরৎ দিলে ছেলে

না খেয়ে মারা যাবে। কাঁকড়া-মেয়ে তখন তার কোটর থেকে উঁকি মেরে বল্‌লে, "ভয় কি শাশুড়ী ঠাকরুণ, তার সব জিনিষ আমার কাছে ভাল ক'রে রাখা আছে, তুমি তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও—তার জিনিষ সে নিয়ে যাক্।" কাঁকড়ীর কথা শুনে মা ফিরে গিয়ে তার ছেলেকে সব বল্‌লে। কাঁকড়ীর কথামত চাষার-পো আবার কাঁকড়ীর কাছে গেল—জিনিষ ফিরিয়ে আন্‌তে।

এবারও কাঁকড়ী জেদ্ ধরলে তাকে গত্‌তের ভিতর ঢুকে তার জিনিষ-পত্‌তর নিতে হবে—সেও জেদ্ ধরলে কিছুতেই গত্‌তে ঢুক্‌বে না। এমনি ক'রে বেলা গেল কেটে। তখন আবার সে জিনিষ না পেয়ে মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে গেল।

তারপর যখন চাষার-পো মুখে কুটো পর্য্যন্ত দেবে না ঠিক করলে, তখন তার বাড়ীর লোকের ভয় হ'ল পাছে বাছা না খেয়ে মারা যায়। সকলে মিলে এক মতলব আঁট্‌লে। করলে কি, কাঁকড়ীর ঘরের একটু দূরে কতক-গুলো কাঠ জড় ক'রে আগুন ধরিয়ে দিলে। আর তার মা কাঁকড়ীর কাছে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে কপাল চাপড়ে আছাড় খেয়ে প'ড়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "হায়! হায়! কি হ'ল গো, আমার বাছা তার জিনিষের শোকে না খেয়ে খেয়ে মারা গেল, ঐ দেখ গো আমার বাছার চিতা—হায়! হায়! গো, কি হ'ল গো!—কাঁকড়া-ক'নে কান্না শুনে কোটর থেকে বেরিয়ে এসে দাড়ার উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। দূরে আগুন দেখে সে সেটা চিতার আগুন মনে করলে। শোকে অধীর হয়ে কেঁদে-কোকিয়ে বুক চাপ্‌ড়ে বল্‌তে লাগ্‌ল :—

"হায়ে নেরেলাম্ বাগেনাদিংদো নেরেলাম্ বাগেনাদিংদো।
রোড়ো কাংকাড়া নেরেলাম বাগেনাদিংদো॥
রেড়ো জুনজুড়ী নেরেলাম্ বাগেনাদিংদো॥"

ভাবটা হচ্ছে :—"ওগো বর, তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে।

আমি বেশ বড় সড় কাঁকড়ী আমার সব দাড়াগুলিই আছে, তবুও তুমি আমায় ফেলে কোথায় চ'লে গেলে?" এই কথা ব'লে সে চাষার ছেলের গামছা, একতারা আর বাঁশী তার ছোট ছোট দাড়াতে ক'রে ধ'রে মাথায় চাপিয়ে চিতার কাছে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গেল।

তারপর আর কি? সে একেবারে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। সকলে দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল।

# ভালকথার ফল

এক ছিলেন রাজা। তাঁর দুটি ছেলে ছিল। বড়টির ছিল পড়াশুনায় ভারি মন, ছোটটি একেবারেই মন দিত না। রাজা দেখ্‌লেন, ছোটটিকে রাজপুত্‌তুরের মত ক'রে মানুষ করতে কিছুতেই আর পারচেন না; তার গুরুমশাইরা সবাই হার মেনে গেল। তখন আর কি করেন, তাকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবেন ঠিক করলেন। তারপর তাকে বাড়ী থেকে বিদায় কর্‌বার সময় তার সঙ্গে একটা লোটা আর কম্‌বোল দিলেন, আর এমন এক টুক্‌রো রুটি তার হাতে দিলেন যেটা হাতে করলেই খিদে হবে আর মুখের কাছে আন্‌লেই পেট ভ'রে যাবে। ছোট ছেলেটিকে বিদায় দেবার সময় শেষে রাজা ব'লে দিলেন, যে, সে যেন তাঁর কাছে জীবনে আর মুখ না দেখায়।

সেপাইরা রাজার হুকুম পেয়ে তাঁর ছোট ছেলেটিকে ত এক গভীর বনের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে এল। ছেলেটি তখন এ-বন সে-বন ক'রে খালি ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। যখন ঘুরে ঘুরে আর পারচে না তখন সে জল খেয়ে একটু জিরোবে ব'লে একটা নদীতে গেল। সে যেই নদীতে নেবেচে আর ঠিক্ এমনি সময় একটি ফকিরকে সে সেখান দিয়ে যেতে দেখ্‌লে। সে তাড়াতাড়ি তাঁকে জিগ্‌গেস করলে যে তিনি কোথা থেকেই বা আস্‌চেন আর কোথায় বা যাবেন। ফকির বল্‌লেন "আমি খামোকা কথা কই না, টাকা দিয়ে আমার কথা কিন্‌তে হয়।" রাজার ছেলে তখন কথা কিন্‌তে রাজী হ'ল। তখন সাধু তাকে বল্‌লে "এক্‌লা কখনও দেশবিদেশে বেড়াতে যাবে না, কাউকে-না-কাউকে সাথে নেবে।" সাধুকে তাঁর কথার দাম এক টাকা রাজার ছেলে দিলে। তখন সাধু আর একটি কথা তাকে বললে—

"কুঁড়েমি করলেই দুঃখু পেতে হয়, কাজ করলেই সুখী হয়।" এর জন্যেও রাজার ছেলে সাধুকে আর একটি টাকা দিলে। তখন সাধু সেখান থেকে চ'লে গেল।

আবার সেখান থেকে চল্‌তে চল্‌তে রাজপুত্‌তুর একটা ছোট ঝরণার কাছে এসে পড়্‌লো। সেখানে জিরোবে ব'লে খানিক বস্‌ল। বসতেই জলের মাঝখান থেকে দেখ্‌তে পেলে একটা কাঁকড়া উঠে আস্‌চে। সাধুর কথাটা তার তখন মনে পড়ল, সে তাড়াতাড়ি তাকে সাথী ক'রে নেবে ব'লে জল থেকে তুলে চাদরের খুঁটে বেঁধে নিলে। তারপর আবার সেখান থেকে সে রওনা হ'ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত হয়ে গেল। বেচারী রাজার ছেলে হয়ে কোথায় সোনার পালঙে শোবে, না, সেই বনের ভিতর একটা গাছের তলায় হাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

এখন, সেখানে ছিল একটা বিষধর সাপ। সে সেই সুযোগে তাকে ছোবল দিতে এসে হাজির! ছোবল যেই দিতে গেছে আর অমনি তার সেই কাঁকড়াটা চাদরের খুঁট কেটে বেরিয়ে এসে তার দাড়া দিয়ে সাপটার গলাটা কসে ধরলে চেপে। সাপ ত তার দাড়ার কামড়ের চোটে গেল ম'রে। সাপটাকে মেরেই কাঁকড়াটা রাজার ছেলেকে জাগাবে ব'লে তার একটা সরু ছোট ঠেঙ্‌ দিয়ে তাকে আঁচড়াতে লাগ্‌ল। রাজার ছেলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে পাশ ফিরে উঠ্‌তে গিয়ে কাঁকড়া বেচারীর দাড়া দিলে ভেঙে। তখন কাঁকড়া সেই মরা সাপটাকে দেখিয়ে তাকে সব কথা বল্‌লে। কাঁকড়ার কাছে সব শুনে তার বড় দুঃখু হ'ল। কাঁকড়াকে পথে যেতে যেতে একটা বড় দীঘি দেখ্‌তে পেয়ে সেখানে ছেড়ে দিলে।

তারপর একলা যেতে, যেতে, যেতে, সে অনেক বন, অনেক নদী, অনেক সহর পার হয়ে শেষে এক রাজধানীতে এসে পৌছল। তখন সাধুর কথামত সে কুঁড়েমি না-করে সেখানকার রাজার কাছে চাকরী করতে গেল। কিছুদিন

চাকরী করবার পর সে খবর পেলে যে, রাজা তাঁর সংগে তাঁর মেয়েটির বিয়ে দিতে চান। গোড়ায় শুনে তার খুবই ভাল লাগ্‌ল বটে, তবে যখন সে শুন্‌লে যে, বিয়ের রাতেই অনেক বর সাবাড় হয়েচে, তখন তার বেজায় ভয় হ'ল।

ছেলেটি অনেক করেও ছাড়ান পেলে না—তাকে বিয়ে করতেই হবে। শেষে সে যখন রাজী হ'ল তখন দিন-খন দেখে বিয়ের সব জোগাড় হ'ল।

বিয়ের রাতে বর ক'নে যখন শুলে তখন বর ভয়ের চোটে আর ঘুমোলো না—জেগে ব'সে রইল।

জেগে ব'সে আছে। নিশুত রাত, পাখী পাখালি যখন জেগে নেই,—সব সোঁ সাঁ করচে, সেই সময় বর দেখে কি না, ক'নের নাকের তুই ফুটো দিয়ে তুটো সাপ বেরোচ্‌চে।

যাঁহাতক দেখা, অমনি খাপ থেকে তরওয়াল খুলে রাজপুত্‌তুর সাপ তুটোকে তুটুক্‌রো ক'রে ফেল্‌লে।

সকালে সবাই জেগে উঠে বর বেঁচে আছে দেখে অবাক্!

তারপর বেশ সুখে রাজার মেয়েকে বিয়ে ক'রে অনেকদিন সে সেখানে রইল। একদিন সে সহরের বাইরে আর এক রাজার দেশের সীমানায় গেল বেড়াতে। সেখানে দেখ্‌লে কতকগুলো কুলি সেই দেশের রাজার তরফ থেকে একটা পুকুর কাট্‌চে। তখন সে সেই সাধুর কথা মত কুঁড়েমি না ক'রে তাদের সংগে মাটি কোপাতে লেগে গেল। সকাল থেকে তুপুর বেলা খাটার পর সেই রাজার সরকার যখন সব কুলিদের জলপানি গুড়মুড়ি দিতে গেলেন তখন সবাই তা খুসী হয়ে নিলে, কেবল নিলে না সেই রাজপুত্‌তুর। তখন রাজার সরকার তাকে যখন বারবার জিগ্‌গেস করতে লাগ্‌ল যে, কেন সে সেই গুড়মুড়ি খাবে না, তখন সে বল্‌লে "আমি এসব খাই না, আমার খাবার আস্‌বে হাতীর পিঠে বোঝাই হয়ে।" এই কথা শুনে রাজার লোকেরা গেল চোটে। তাদের রাজাকে তারা সে কথা জানালে। রাজাও তা শুনে

তাকে রাজা তখন ধ'রে আন্‌বার হুকুম দিতেই সরকার তখন তাকে বেঁধে এনে হাজির করলে। রাজা আবার তাকে সে কথা জিগ্‌গেস করলেন, তখনও সে সেই কথাই বল্‌লে। রাজা তার কথা শুনে বল্‌লেন, "যদি তোমার কথা ঠিক্ হয়, আর যদি হাতীর পিঠে তোমার খাবার আসে তাহ'লে তুমি আমার মুলুকের আধখানা পাবে, আর তা না হ'লে তোমার গরদান যাবে।" রাজার কথা শেষ হতে-না-হতেই হাতীর গলার ঘন্‌টা সবাই শুনতে পেলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাতী বোঝাই ক'রে নানারকম ভাল ভাল খাবার নিয়ে রাজার মেয়ে এসে হাজির!

তারপর যখন সেই রাজা দেখ্‌লেন যে, সে যা যা বলেচে তা ঠিক্ হয়েচে তখন তাকে তাঁর আধখানা তালুক দিলেন।

রাজার মেয়েকে নিয়ে সেখানে কিছুকাল থেকে সে নিজের বাপের দেশে ফিরে গেল। তার বুড়ো বাপকে সে সাধুর কথা সব বল্‌লে। তার পর তার নিজের পাওয়া দেশে ফিরে গিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগ্‌লো।

# শেয়ালের ভাঁওতা

একখন, এক বনে একটা অজগর সাপ থাকৃত। সাপটা এত বড় ছিল যে, সে অনায়াসে গরু, মোষ, মানুষ এক গরাসেই সাবাড় করতে পারত।

তারপর এখন হয়েচে কি, একদিন কি ক'রে কাঠুরেরা সেই বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে। সাপটা পড়্ল মহা ফাঁপরে! এত বড় শরীর নিয়ে তার গত্ত থেকে বেরিয়ে পালাতে গেলে ত পুড়ে মরবে, তাই চুপ-চাপ তার কোটরে ব'সে রইল।

ঠিক এমনি সময় একটা ভিখারী তার কাঁধে একটা থলে নিয়ে সেই পথ দিয়ে আগুনের হাত থেকে বাঁচবে ব'লে পালাবার জোগাড় করছিল। সাপটা তাকে দেখ্তে পেয়ে তখন তার নিজের বিপদের কথা জানালে। আর তাকে সেখান থেকে অপর কোথাও নিয়ে গিয়ে বাঁচাতে বল্লে। ভিখারী তখন বল্লে, "তা কি কখন হয়? তোমাদের কথার কি কিছু ঠিক আছে,

এখন বাঁচাব, তারপর তুমিই আমায় ছোবল দিয়ে মারবে, তা হবে না।"

সাপটা যখন আরো অনেক রকম ক'রে তাকে বোঝালে যে, সে তাকে বাঁচালে সে তাকে ছোবল মারবে না, তখন সে রাজী হ'ল। থলের মুখটা তার গত্তর সামনে ফাঁক ক'রে ধরতেই সাপটা থলের ভিতর সর সর ক'রে ঢুকে পড়্ল।

বন পার হয়ে আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে সাপটাকে যেই ভিখারী থলে থেকে ছেড়ে দিতে গেছে আর অমনি সে তাকে গিল্বে ব'লে মুখ হাঁ ক'রে ফণা তুলেচে! ভিখারী যখন তার উপকার করেচে বল্লে, তখন সে বল্লে "তুই বোকা না হ'লে সাপকে কখনও তুই মানুষ হয়ে বাঁচাতে যাস্? তার ফল এখন ভোগ কর।" বেচারী ভিখারী সাপের ফণা তোলা দেখে বেজায়

ভয় পেয়ে গেল। তখন সে সাপকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে রাজী করলে যে, তাকে গেল্বার আগে তার একটা বিচার হওয়া চাই। তখন তারা দুজনে বনের ভিতর দিয়ে, পাহাড়ের উপর দিয়ে, বেয়ে বেয়ে চল্ল। পথে তাদের সংগে একটা ষাঁড়ের দেখা হ'ল। তারা ষাঁড়টাকে তাদের হয়ে বিচার করতে বল্লে। ষাঁড় ত মানুষের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে একেবারে কাবু হয়েছিল। সে বল্লে "ঠিকই হয়েছে, তোদের আমরা এত উপকার করি, আর আমরা বুড়ো হ'লে তোরা আমাদের কিনা না খেতে দিয়ে তাড়িয়ে দিস্? সাপের কাছে তার ফলভোগ কর্।"

ভিখারী তার কথায় রাজী হ'ল না—সাপকে বল্লে, "আর একজন ভাল লোকের কাছে চল যাওয়া যাক্।"

তখন আবার তারা সেখান থেকে চল্ল। পথে যেতে যেতে আবার তারা একটা ভেড়াকে দেখ্তে পেলে। ভেড়াও মানুষের উপর ছিল বেজায় চোটে, তাই সেও সাপের হয়ে সায় দিলে। তখন সাপকে ভিখারী বল্লে, "এ ভেড়ার কাজ নয় বিচার করা, চল আমরা আর কারো কাছে যাই।"

আবার তারা যেতে যেত পথে একটা শেয়ালের দেখা পেলে। শেয়ালকে যখন তারা তাদের হয়ে বিচার করতে বল্লে, শেয়াল তখন চোখ পাকিয়ে গোঁপে চাড়া দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললে, "কি যে বল তার ঠিক্ নেই, দেখি ত একবার ভিখারীর থলের ভিতর তোমার বিরাট দেহটা কি ক'রে আঁটে? এও কি কখন হ'তে পারে?"

সাপ তখন তাকে দেখাবে বলে যেই ভিখারীর থলের ভিতর ঢুকেচে, আর অমনি শেয়াল থলের মুখটা এঁটে দিতে ইসারা করলে। ভিখারী থলের মুখটা ক'সে বেঁধে ফেল্লে। তারপর আর কি, তাকে পিটিয়ে মেরে ফেল্লে।

# বৌয়ের কথার ফল

এখন এক গাঁয়ে এক রাখাল থাকে। সে যত গাঁয়ের লোকের গরু নিয়ে পাহাড়ে বনের ভিতর চরাতে যেত। সে দুপুরে যখন গরু চরিয়ে বাড়ী ফিরত, তখন বাড়ীর কাছে একটা গাছ তলায় পাথরের শিবঠাকুরটিকে রোজই সে তার পাঁচন-কাঠি দিয়ে দু'ঘা ক'রে কষিয়ে দিত।

একদিন এখন সে শিবঠাকুরটিকে না পিটিয়েই গোয়ালে গরু রেখে খেতে ব'সে গেছে। যখন তার খাওয়া খানিকটা হয়ে গেছে তখন তার মনে প'ড়ে গেল যে, সে শিবঠাকুরকে পেটায়নি, এঁটো হাতেই পাঁচন-কাঠি নিয়ে গেল পেটাতে। অমনি মহাদেব তাকে এঁটো হাতে মারতে আস্‌তে দেখে ব'লে উঠ্‌লেন, "দোহাই তোর, এঁটো হাতে আমায় মারিসনে, আজ যদি না মারিস তাহ'লে তোকে একটা বর দেব।" রাখাল তখন আর শিবের গায়ে হাত দিলে না। শিব তাকে বর দিলেন যে, সে সব জানোয়ারের কথা বুঝতে পারবে। তবে যদি সে শিবঠাকুরের কথা সব কাউকে ব'লে দেয় তাহলে সে আর বাঁচ্‌বে না।

তার পর দিন সকালে রাখাল আবার তার গরু নিয়ে একটা নদী পার হয়ে চরাতে গেল। এমন সময় ভয়ানক ঝড় জল হ'তে লাগ্‌ল। রাখাল দেখ্‌লে বেগতিক; পাহাড়তলির ঐ নদীটাতে বান আসবে, তাই তাড়াতাড়ি গরুগুলো নদী পার ক'রে ফিরিয়ে আন্‌লে। একটা বাছুর তাদের সংগে ফিরে না এসে গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে সেখানে তার দলের কাউকে খুঁজে না পেয়ে নদীর ধারে "মা' "মা" ক'রে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ছুটে চল্‌ল।

নদীর পার থেকে চেঁচিয়ে হাম্‌বা হাম্‌বা ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল "মাগো তুই আমায় এখানে ফেলে গেলি কোথা ?" আর মা'টা তার আওয়াজ পেয়ে তাকে বল্‌লে "ভয় কি মা, ঐ যে ছুটো গাছ আছে ওরই মাঝখানে অনেক ঘড়া ঘড়া ধন পোঁতা আছে ওর উপর বেশ আরামে শুয়ে থাক এখন। মহাদেবের বরে সে তাদের সব কথা বুঝ্‌তে পারলে। সে সেদিন বাড়ী ফিরে কেবল মাথা ঘামাতে লাগ্‌ল কি ক'রে কি উপায়ে সে সেই সব ধনকড়ি সেই গাছ ছুটোর নীচে থেকে তুলে আন্‌বে। তার কেবলই ভয় হ'তে লাগ্‌ল টাকাকড়ি গুলো ঘরে আন্‌লে, পাছে তার বৌ লোকের কাছে ফাঁস ক'রে দেয়, আর তাকে রাজার কাছে হাজির হ'তে হয়।

সে মনে মনে ঠিক করলে যে, তার বৌয়ের পেটে কথা থাকে কি না সে পরখ করবে। তাই সে চুপি চুপি তার বৌয়ের কানে কানে বল্‌লে "দেখ একটা কথা বল্‌ব, যেন কেউ না টের পায়, রাণীর কান একটা দাঁড়কাকে নিয়ে গেছে।"

ভোরে উঠেই তার বৌ করেচে কি, গাঁয়ের যে লোককে পেয়েচে সেই দাঁড়কাকের কথা ব'লে দিয়েচে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কথাটা রাজার কানেও উঠে গেল। রাজা রেগে চ'টে ত লাল—চারদিকে চর পাঠাতে লাগ্‌লেন ; এমন মিছে কথা যে বলে তাকে ধ'রে আন্‌তেই হবে। শেষে রাখালের বৌই ধরা প'ড়ে গেল। বৌ আবার ভয়ের চ'টে ব'লে দিলে যে, সে তার বরের কাছে খবরটা শুনেচে। বেচারী রাখালকে তখন দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে রাজার কাছে দরবারে হাজির করলে। সে বেচারী মহা ফাঁপরে পড়ল। মহাদেবের আদেশ আছে যে, বেঁচে থাকৃতে যেন সে-সব কথা না বলে, এদিকে রাজার হুকুম, না বল্‌লে শূলে চড়াবে। তখন সে রাজাকে চুপি চুপি সব কথা বল্‌লে। যাঁহাতক বলা শেষ হওয়া অমনি সে বেচারী ম'রে আছাড় খেয়ে কাঠের মত মাটিতে পড়ে গেল। রাণী এদিকে তাই না দেখে জিদ ধরলেন রাজাকে বল্‌তেই হবে কেন এমন তার কানে কানে কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ রাখাল মরে

গেল। রাজা সেই মহাদেবের বরটি রাখালের কাছে পেয়েচেন এখন যদি আবার তিনি কাউকে বলতে যান তাহ'লে তাঁরও রাখালের দশা হবে।

এদিকে রাণী কিছুতেই ছাড়বেন না, তাঁকে রাখালের সব কথা বল্‌তেই হবে। রাজা রাণীর কথা কিছুতেই যখন এড়াতে পারলেন না তখন ঠিক করলেন যে, গংগার ধারে রাণীকে নিয়ে গিয়ে সব কথা ব'লে ক'য়ে সদ্‌গতি পাবেন। ভাল দিন-খন দেখে লোক লস্‌কর নিয়ে রাজা হাতীর পিঠে আর রাণী ডুলিতে চ'ড়ে গংগার ধারে চল্‌লেন।

পথে যেতে যেতে রাজা দেখ্‌লেন একটা নদীর ধারে চমৎকার সবুজ ঘাসের ময়দানে একটি ছাগলী আর তারই কিছু দূরে একটা উঁচু শুক্‌নো জায়গায় একটা ছাগল চরচে।

ছাগলী ঘাস খেতে খেতে ছাগলকে বল্‌চে, "ছাগ্‌লারে তুই বড় বোকা, এমন ভাল কচি ঘাস থাকতে শুকনো ডাঙার উপর উঠে কি খাচ্‌চিস?" ছাগল তার জবাবে বল্‌চে, "ঐ দেখনা রাজাটা বোকামি ক'রে বৌয়ের কথায় মরতে চলেচে, যা যা বকিস্‌নে আমি মেয়েমানুষের কথা শুনি না। আমি এখানে বেশ আরামে আছি।"

ছাগল-ছাগলীর কথা বুঝ্‌তে পেরে রাজা মনে এত জোর পেলেন যে, আর দেরী না ক'রে তখুনি তাঁর লোকজন নিয়ে রাজভবনে ফিরে গেলেন। আর সেই থেকে রাণীকে কি কাউকেই রাখালের কথা ভুলেও কখন বল্লেন নি।

# রাজার ছেলের বিপদ

এক দেশের এক রাজার সংগে তার ছেলের একদিন বেজায় ঝগড়া হ'ল। রাজার ছেলে শেষে ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে যেদিকে দু'চোখ যায় রাজবাড়ী ছেড়ে বিবাগী হয়ে চল্‌লেন।

পথে যেতে যেতে এক বনের ভিতর একটা শেয়ালকে বটফল খেতে দেখ্‌লেন। শেয়াল ঘোড়ায় চ'ড়ে রাজার ছেলেকে যেতে দেখে তাঁর কাছে সেই ঘোড়াটা একবার ধার চাইলে। শেয়ালের কথা শুনে রাজার ছেলে হেসে উঠ্‌লেন, ভাব্‌লেন "এই চারপেয়ে জানোয়ারটা বলে কি? ওর আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ার সাধ?" তিনি তার কথা কানে নিলেন না—আপনমনে বনপার হয়ে এক গাঁয়ে এসে পড়লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত হয়ে গেল। সেই গাঁয়ে কোথাও আর মাথা গোঁজ্‌বার ঠাঁই পেলেন না। তখন শেষে একটা কলুর ঘানি ঘরের আটচালায় ঢুকে কোনো রকমে রাতটা কাটাবেন ব'লে শুয়ে পড়লেন। আর ঘোড়াটাকে ঘানিগাছে বেঁধে রাখ্‌লেন।

এদিকে ভোর বেলা রাজপুত্‌তুর ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন কলু তাঁর ওঠ্‌বার আগেই উঠে তাঁর ঘোড়াটার পিঠের সাজ খুলে ফেলে বেশ ক'রে গা ডলাই মলাই করচে। যখন তিনি তাঁর ঘোড়াটা চাইতে গেলেন তখন সে উল্‌টো চাপ দিয়ে বল্‌লে "তুই আমার ঘোড়া চুরি করতে এসেচিস্? এ ঘোড়া আমার ঘানিগাছ থেকে আপনি বেরিয়েচে।" রাজপুত্‌তুর তখন বেজায় ফাঁপরে পড়লেন। তবু তিনি আশা ছাড়লেন না। গাঁয়ের মোড়ল আর অপর লোকেদের শালিস মান্‌লেন। তারা তখন কলুকে ডেকে পাঠালে। কলু এদিকে তার হয়ে মিছে কথা বল্‌বার অনেক লোক জড় করলে। রাজপুত্‌তুরের কথা তখন গাঁয়ের মোড়ল কি আর কেউই মান্‌লে না। ঘোড়াটা লাভের থেকে কলুরই হয়ে গেল। রাজার ছেলে আর কি করেন, পায়ে হেঁটেই তখন বাড়ী ফিরলেন। পথে আবার বনের ভিতর সেই বটগাছের তলায় শেয়ালের সংগে দেখা হ'ল। শেয়াল তখন তাকে ঠাট্টা

ক'রে বল্‌লে "কি গো রাজপুত্‌তুর, এখন যে বড় তুমি পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরচ—হ'ল কি তোমার?"

রাজার ছেলে কলুর কথা আর মোড়লদের কথা সব বল্‌লে। আর তা'কে বল্‌লে, শেয়াল যদি দয়া ক'রে তার হয়ে একবার গাঁয়ের লোকেদের আর মোড়লকে বলে যে ঘোড়াটা তার, আর সে তাকে চেপে যেতে দেখেচে তাহ'লেই সে ঘোড়াটা ফেরৎ পায়। শেয়াল তাতে রাজী হ'ল। সে গাঁয়ে ঢোকার আগে একটা ভাঙা পোড়ো হাঁড়ী থেকে কালি নিয়ে তার নিজের মুখটায় বেশ ক'রে মেখে নিলে। রাজপুত্‌তুর তখন গাঁয়ের লোকেদের আর মোড়লকে ডেকে এনে বল্‌লে "এই শেয়াল জানে ঘোড়াটা আমার ছিল কিনা।" শেয়ালের বিকট পোড়া মুখ দেখে তারা আবাক্ হয়ে গেল। তখন তারা শেয়ালকে জিগ্‌গেস করলে তার অমন মুখ কালো হয়ে গেল কি ক'রে। শেয়াল তখন তাদের বল্‌লে যে, সাগরের জলে একবার বেজায় আগুন লেগে যেতেই সে জলে নেবে পোড়া মাছ খেতে গিয়েছিল—তাই তার আঁচ লেগে মুখ গেছে এমন পুড়ে। শেয়ালের কথা শুনে সবাই হাস্‌তে লাগ্‌ল। তখন কলু বল্‌লে "দেখ্‌চেন মশাইরা, এ কি বলে? জলে কখনো আগুন লাগে? এ তো মিছে ক'রে বলবেই যে এ ঘোড়াটা আমার নয়।" তখন শেয়াল ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"তা তো বটেই হে, কে কবে শুনেচে যে ঘানিগাছ থেকে ঘোড়া বেরয়? তাছাড়া ঠিক্ যে ঘোড়ায় চ'ড়ে এই রাজপুত্‌তুর দুদিন আগে আমার সাম্‌নে বনের মাঝখান দিয়ে গেলেন, ঠিক্ সেই ঘোড়াটাই কি শেষে ঘানিগাছের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ল্?"

তখন গাঁয়ের লোকেরা শেয়ালের কথায় সব বুঝ্‌তে পারলে আর কলুর কাছ থেকে ঘোড়াটা কেড়ে নিয়ে রাজার ছেলেকে ফিরিয়ে দিলে। কলুর আর তার হয়ে যারা মিছে কথা বলেছিল তাদের সাজা হয়ে গেল। শেয়াল শেষে রাজপুত্‌তুরকে বাড়ী ফিরতে উপদেশ দিলে। তার কথা শুনে বাড়ী ফিরে সে রাজা হয়ে বেশ আরামে রইল।

# হাই না-তোলার দেশ

একদেশে নিয়ম ছিল যে, হাই তোল্‌বার সময় যদি কেউ মুখ না ঢাকৃত, তাহ'লে তার আর বাঁচ্‌বার আশা থাকৃত না। তাকে পাহাড়ের ফাটালে বাঘের আড্‌ডায় গাঁয়ের লোকেরা রেখে আস্‌ত আর বাঘ ফাটাল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে সাবাড় করত।

এক গাঁয়ে একটি মোড়লের মেয়ে এখন হাই তুল্‌তে গিয়ে মুখ ঢাকৃতে ভুলে গিয়েছিল। যাঁহাতক তাকে মুখ না-ঢাকৃতে দেখা, আর লোকেরা ছাড়লে না। তাকে পাহাড়ের ফাটালে যেখানে বাঘ থাকে সেখানে নিয়ে গেল। গোড়ায় বেশ ক'রে তেঁতুল আর সরষের তেল মাখিয়ে এক হাঁড়ি ভাত রেঁধে আগে ভাল ক'রে তাকে পেট ভ'রে খাওয়ালে। তারপর তারাও খাওয়া দাওয়া সেরে তাকে একটা উঁচু জায়গায় বাঘের বাড়ীর সাম্‌নে রেখে তারা গাঁয়ে ফিরে গেল।

এখন দৈবাৎ সেখানে একটা রাখাল বনের আড়াল থেকে সব দেখ্‌তে পেয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা সব চ'লে যাবার পর সে সেখানে ঝোপের আড়ালে তীর ধনুক উঁচিয়ে ব'সে রইল। খানিক পরে যখন রোদ প'ড়ে গেল তখন বাঘ তার পাহাড়ের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটিকে দেখ্‌তে পেলে। এদিকে রাখাল ঝোপ থেকে তীর ধনুকে তার দিকে টিপ ক'রে ব'সে রইল। যাঁহাতক বাঘটা হাঁক্‌ ক'রে তার ঘাড়ে পড়বে আর অমনি একই

তীরে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেল্‌লে। তারপর তখন সে সেখান থেকে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে আপনার বাড়ীতে রাখ্‌লে। মনে মনে তাকে বিয়েও করবে ঠিক করলে।

কিছুদিন যায়। মেয়ে বাঘের মুখে গেছে জেনে মোড়ল আর কিছু খোঁজই করে না, মেয়েটাও আর বাড়ী যাবার

নামও করে না। এমন সময় একটা তাঁতি সেই রাখালের বাড়ীতে কাপড় বেচ্‌তে এসে মেয়েটিকে দেখেই চিন্‌তে পারলে। তাঁতি তখন রাখালকে বল্‌লে "আমি এই মেয়েটিকে জানি; ইনি হলেন মাহিলোংএর বিরসা মোড়লের মেয়ে। তুমি তাকে বাড়ীতে রেখে ভাল করনি। সে যদি টের পায় তাহ'লে তোমায় মজা দেখাবে এখন।"

গরীব রাখাল তখন ভয়ের চোটে সব কথা তাকে বল্‌লে। আর বল্‌লে যে, সে তিন কুড়ি গরু আর একটা মোষ পণ দিয়ে ধুম্‌ধাম ক'রে মোড়লের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। মোড়লের কাছ থেকে সে তাঁতিকে তার জবাব আন্‌তে বল্‌লে।

তাঁতি মোড়লের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সব কথা তাকে বল্‌লে। গোড়ায় মোড়ল আর তার গাঁয়ের লোকেরা কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছিল না যে একটা রাখাল অত পণ দিয়ে কি ক'রে ধুমধাম্ ক'রে বিয়ে করবে। তাই তারা আবার একজন গাঁয়ের লোককে রাখালের কাছে পাঠালে।

মোড়ল তিনকুড়ি গরু আর একটা মোষ উপহার পেয়ে তখন রাখালের সংগে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হ'ল। খুব ধুমধামে গাঁয়ের লোকেদের খাইয়ে দাইয়ে বিয়ে ত হয়ে গেল। তারপর রাখাল মোড়লের জামাই হয়ে সেই গাঁয়ে আরামে দিন কাটাতে লাগ্‌ল।

# শেয়াল, বাঘ আর বাঁদর

এক বনে একজোড়া শেয়াল বেশ মনের সুখে থাক্‌ত। একদিন তাদের কতকগুলো ছানা হ'ল। শেয়ালীটা শেয়ালকে তখন বল্‌লে, ছানাদের থাকবার ভাল ঘর তৈরী ক'রে দিতে। শেয়াল ত বেরল ঘর তৈরী করতে। সে ছিল বেজায় কুঁড়ে, সারা বেলা বনে বনে ঘর খুঁজে খুঁজে কাটিয়ে দিলে। বাড়ী ফিরে এসে তার বৌকে বল্‌লে যে "কাজটা বড় কঠিন, ঘর তৈরী করা কি সোজা কথা? গায়ের জোর লাগে কত? আমায় পেট ভ'রে দুবেলা ভাল খেতে না দিলে আমি আর পার্‌চি না।" কাজে কাজেই শেয়ালের বৌ তাকে খুব ভাল ক'রে সেদিন খাওয়ালে।

তারপরের দিন সে আবার বেরল ঘর তৈরী করতে। সারাবেলা বনে বনে ফল কুড়িয়ে খেয়ে বাড়ী এসে আবার গপ্‌প করলে "আমি সারাদিন ঘুরে আজ একটা ঘর তৈরী করবার ভাল জায়গা পেয়েচি। কাল থেকে সেখানে ঘর তুল্‌বো।" পরের দিন বৌয়ের কাছে আরো ভাল রকম খাবার খেয়ে সে ঘর তৈরী করতে বেরল। সেদিনও সে ঘুরে ফিরে এসে বৌকে বল্‌লে "ঘর তৈরী হয়ে এল ব'লে, আর দুদিনে ঘর শেষ হয়ে যাবে।"

এমনি ক'রে রোজ সে বৌয়ের কাছে ফাঁকি দিয়ে খায় আর বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। একদিন বৌ বেজায় চোটে গেল, বল্‌লে "আমি তোমার আর কোনো কথা শুন্‌তে চাই না। তুমি আমায় নিয়ে চল। ঘর নাইবা ভাল ক'রে শেষ করলে।" তারপর তখন আর কোনো উপায় নেই দেখে শেয়াল মাথা চুল-কোতে চুলকোতে বৌকে আর ছেলেপুলেদের নিয়ে সেখান থেকে ঘরের খোঁজে বেরল। কিছুদূর যেতে যেতে হঠাৎ একটা বনের ভিতর পাহাড়ের গায়ে

দিয়ে বল্‌লে "এই যে এই ঘরটাই আমি তৈরী করেচি। পাথর এনে তৈরী করতে তাই এত দেরী লেগেছে।" তখন শেয়ালী বল্‌লে "তা'ত হ'ল, এখন এমন বিরাট ঘরে থাক্‌তে গেলে কোনোদিন যদি ঘরের ভিতর বাঘ ঢোকে তখন তুমি কি করবে বল ত ?" তখন শেয়াল তাকে সাহস দিয়ে বল্‌লে "ভয় কি ? আমার কাছে সাত থলে চালাকি আছে, যেমন বিপদ আস্থক্ না কেন আমি তোমাদের বাঁচিয়ে দেব।" তারপর তার বৌকে সে জিগ্‌গেস্ করলে, "তুমি কত রকম চালাকি জান বল ত ? শেয়ালী তখন বল্‌লে যে তাকে দেবতা বোকা ক'রে দুনিয়ায় পাঠিয়েচেন তাই সে চালাকি-টালাকির ধার ধারে না। তখন শেয়াল তার নিজের চালাকির জোরে যে বিপদ থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে তা' ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌লে। তখন তারা ছানাদের নিয়ে সেই কোটরের ভিতরই রইল।

খানিক বাদে যা' ভাবা তাই হ'ল। একটা বাঘ সেই ফাটালে থাক্‌ত, সে শিকারের খোঁজে বাইরে গিয়েছিল। সে তখন তার কোটরে ফিরছিল। শেয়াল ত দূর থেকে কেঁদো বাঘটাকে আস্‌তে দেখে বেজায় ভয় পেয়ে গেল। তখন শেয়ালী বল্‌লে, "কৈগো তোমার সাত ঝোড়া চালাকি এখন কোথায় গেল ? "চালাকি খাটিয়ে এখন আমাদের বাঁচাও ?" তখন শেয়াল বল্‌লে যে, তার ঐ বিরাট জানোয়ারকে দূর থেকে আস্‌তে দেখেই তার সব চালাকিই চুলোয় গেছে। তারপর সে তার বৌকে বল্‌লে "আমি এইবেলা স'রে পড়চি এখন তুমি তোমার চালাকি খাটাও। এক কাজ কর। ছেলেদের ধ'রে ধ'রে ঠেঙাও। তাদের কাঁদাকাটির রব উঠ্‌লে হয়ত বাঘ পালিয়েও যেতে পারে।" এই ব'লে ত শেয়াল সেখান থেকে পিট্‌টান দিলে।

শেয়াল পালিয়ে গেলে পর শেয়ালী তার ছানাগুলোকে খুব ঠেঙিয়ে দিলে। আর বাঘকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল :—

"সাতটা বাঘের জলপানিতে ভরলনাক পেট,
কোথায় আমি পাব অবোধ নতুনতর ভেট।

কিল চড়ের জলপানি দি এইনে কান মলা
বাঘের মাস চাইবি যদি দেব খেতে কলা।”

বাঘ দূর থেকে শেয়ালীর কথা আর ছানাদের কাঁদার রবে বেজায় ভয় পেয়ে গেল। সে ত সেখান থেকে লেজ গুটিয়ে চোঁ চাঁ ছুট দিলে। বাঘকে লেজ গুটিয়ে পালাতে দেখে একটা বাঁদর গাছ থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাকে ডেকে বল্‌লে, “এ ত বড় চমৎকার দেখ্‌চি, পশুর রাজা হয়ে তুমি কিনা শেয়ালের ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাও?” বাঘ বল্‌লে, “শেয়াল নয় হে, আমার কামরায় এক ভীষণ জানোয়ার ঢুকেচে তার কাছে চালাকি চল্‌বে না।” বাঁদর তখন তাকে বুঝিয়ে অনেক ক’রে বল্‌লে যে, সে ঠিক জানে সেটা শেয়াল। তখন বাঘ আর বাঁদরে লেজে লেজে বেঁধে সেই পাহাড়ের ফাটালের কাছে আবার গেল। দূর থেকে তাদের দুজনকে আস্‌তে দেখে শেয়ালী দরজার কাছে এসে চোখ পাকিয়ে কোটরের ভিতর থেকে হেঁকে বল্‌লে—

“ওরে হতভাগা বাঁদর এই বুঝি তোর কাজ,
কাজ বল্‌লে মাথায় তোর পড়ে যেন বাজ।
সাতটা বাঘের তরে তোরে পাঠাই ওরে বাঁদর,
একটারে তুই বেঁধে এনে চাস্‌ বুঝিরে আদর?
দূর হ’রে তুই নিমকহারাম! দেখাস্‌নেকো মুখ,
দানা পানি শেষ হ’ল তোর, কপালে তোর দুখ।”

বাঘ সেই কথা শুনে ভাব্‌লে “তাই ত? বাঁদর ত আমায় খুব যাহোক বোকা সাজিয়ে ধরিয়ে দিতে লেজে বেঁধে এখানে এনেচে?” সে ভয়ের চোটে বাঁদরকে লেজে বেঁধে নিয়েই সেখান থেকে ছুট দিলে। কিছুদূর কাঁটা খোঁচা পাথরে ঘা খেয়ে বাঁদরের লেজ গেল খুলে। বাঁদর অমনি ধাঁ ক’রে

বাঘের তারপর থেকে বাঁদরের উপর রাগ আর কিছুতেই যায় না। সে রোজ বাঁদরের খোঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল।

একদিন বাঘ দেখ্‌লে একটা গিলে ফল পেড়ে বাঁদর গাছের ডালে ব'সে ব'সে ঘস্‌চে। বাঘ তাকে জিগ্‌গেস কর্‌লে যে সে গিলে ফল নিয়ে কি কর্‌বে। বাঁদর বল্‌লে "তুমি আমায় সেদিন পাথরের উপর হেঁটেল বন দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গিয়েছিলে তাই গায়ে ঘা হয়েচে। এই ওষুধ লাগালে একেবারে সেরে যাবে।" আসলে গিলে ফলের রসে ঘা সারে না বরং বাড়ে। বাঘ তা জান্‌ত না। সে বাঁদরকে বল্‌লে, "ভাই আমারও বেজায় গা ছ'ড়ে গেছে আমায় একটু ওষুধ দাও।" তখন গিলের রস একটু বাঘকে দিয়ে বাঁদর পালাল। সেই রস লাগিয়ে বাঘের ঘা গেল আরো বেড়ে, সে বেচারী ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল। সেদিন সে আরো বাঁদরের উপর গেল চোটে। তারপর থেকে সে বাঁদরের খোঁজে খোঁজে আবার ফির্‌তে লাগ্‌ল।
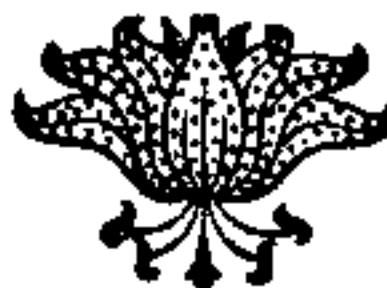
আবার একদিন সে দেখ্‌লে বাঁদরটা একটা গাছের ডালে মৌচাকের পাশে ব'সে আছে। বাঘ তাকে জিগ্‌গেস্ করলে "ওখানে ব'সে ব'সে কি হচ্‌চে?" বাঁদর বল্‌লে "আমি আমার ঢাকটা মেরামত করচি, রাজার মেয়ের বিয়েতে আমায় বাজাতে হবে, বায়না পেয়েচি তাই তোড়জোড় ঠিক কর্‌চি।" মৌচাকটাকে বাঘ ঠিক ঢাক ঠাওরালে; তাই সে বল্‌লে "আমায় ভাই তোর ঢাকটাকে একবার বাজাতে দে না?" বাঁদর বল্‌লে "না ভাই, তুই শেষে বাজাতে গিয়ে ভেঙে ফেল্‌বি তখন আমি বিপদে পড়ব।" তখন আবার বাঘ তাকে বল্‌লে "বাঁদর ভায়া ভয় কি? এমনভাবে আমি ঢাকটা বাজাব যে ঢাক মোটেই ভাঙ্‌বে না।" তখন বাঁদর বনের ভিতর লুকিয়ে পড়ল। বাঘ গাছে চ'ড়ে মুখে "দাংদা মাদাড় ছালাক্ ছালাক্" ঢাকের গৎ আওড়ে যেই তার থাবা দিয়ে মৌচাকের উপর মারলে—আর কোথায় যাবে? যত মৌমাছি মিলে তাকে হুল ফুটিয়ে আধমারা ক'রে ছাড়লে।

বাঘ তখন থেকে ভাব্‌লে "আমায় বাঁদ্‌রা তিন তিন বার

ঠকিয়েচে, আমায় মার্‌বার জোগাড়ও করেচে—এবার পেলেই তার ঘাড় মট্‌কাব।"

আবার কিছুদিন পরে বাঘ দেখ্‌লে বাঁদরটা বনের ভিতর একটা শুক্‌নো গাছের ডালে ব'সে আছে আর গাছের তলায় শুকনো পাতা জড় করা আছে। বাঘ তখন বাঁদরকে জিগ্‌গেস্‌ কর্‌লে "শুকনো গাছের ডালে ব'সে কি করচ ?" বাঁদর বল্‌লে, "আমি এখানে ব'সে ব'সে রোদ পুইয়ে গায়ের বেদনা মরাচ্‌চি।" বাঘ তাকে বল্‌লে, "ভাই আমার গায়ের বেদনা মরাব। গাছে উঠ্‌তে দিবি ?" বাঁদর রাজী হয়ে গেল। সে গাছ থেকে নেবে এসে বাঘকে গাছে চড়্‌তে বল্‌লে।

বাঘ শুকনো গাছটার ডালের উপর চ'ড়ে বস্‌তেই এদিকে বাঁদর করেচে কি, গাছের নীচের জড়করা শুকনো পাতাগুলোতে দুটো পাথর ঠুকে আগুন ধরিয়ে দিলে। গাছ সমেত বাঘটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

# ফুলের পরী

এক বনের ভিতর একটি কুঁড়ে ঘরে দুটি ভাই থাক্‌ত। তাদের চাষবাস করবার জমিজমা কিছুই ছিল না—কেবল মাথা গোঁজ্‌বার মত সেই কুঁড়ে ঘরটুকুই তাদের ছিল।

তারা বনের ফলমূল জোগাড় ক'রে এনে খেতো। একদিন বড়ভাইটি বনের ভিতর একটা ঝরণায় জল আন্‌তে গিয়ে একটা ছোট শালগাছে খুব চমৎকার একটি ফুল ফুটে আছে দেখ্‌তে পেলে। সে ফুলটি গাছ থেকে পেড়ে নিজের ঘরে এনে ভাল ক'রে রেখে দিলে।

তার পরদিন আবার তারা দুভাই মিলে গেল বনে ফল মূল জোগাড় করতে। তারা বাড়ী ফিরে এসে দেখে, কে তাদের ভাত ডাল তরকারী রেঁধে বেড়ে রেখে দিয়েচে। তারা সেই সব সেদিন খেয়ে দেয়ে ত শুয়ে পড়ল। পরের দিনও আবার তারা বন থেকে ফিরে এসে দেখে তাদের রাঁধাবাড়া তৈরী আছে। কে এমন ক'রে ঘরের সব কাজ ক'রে দেয় জান্‌তে তাদের বড়ই কৌতূহল হ'ল। বড় ভাই সেদিন আর বনে ফল কুড়োতে না গিয়ে ঘরেই রইল।

বড় ভাই ঘরে লুকিয়ে ব'সে থেকে পাহারা দিচ্ছিল এমন সময় তার ঘরের পাশ দিয়ে একটা নুনের বেপারীকে সে যেতে দেখ্‌লে। তখন সে তাড়াতাড়ি গেল বেপারীর কাছে নুন কিন্‌তে। এদিকে নুন কিনে ঘরে ফিরে এসে দেখে—কে এসে তারই ভিতর রেঁধে বেড়ে রেখে দিয়ে গেছে। পরের দিন ছোট ভাই ঘরে পাহারা দেবে ব'লে রইল। সে কর্‌লে কি, উনুনের পাশে যে ঘুঁটে পাঁজা ক'রে রাখা ছিল তারই ধারে লুকিয়ে রইল। সেখান থেকে

ব'সে ব'সে সে দেখ্‌তে পেলে ঠিক্ দুপুরে একটি পরী তার দাদার রাখা সেই শালফুলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আস্‌চে। যেই সেই পরীটি বেরিয়ে এসে উনুনের ধারে আস্‌বে আর অমনি তাকে সে ধ'রে ফেল্‌লে।

তারপর সে সেই পরীকে তার বড় ভাইকে বিয়ে কর্‌তে হবে বল্‌লে। পরী তখন আর পালাবার কোনো উপায় নেই দেখে রাজী হয়ে গেল।

তার বড় ভায়ের সঙ্গে বিয়ে হবার পর পরীর একটি ফুট্‌ফুটে চমৎকার ছেলে হ'ল। একদিন ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তার বাপ আদর করতে কর্‌তে গান গাইতে লাগ্‌ল ঃ—

"ফুলের বুকের ধন যেরে তুই
রেণুর দেহ গড়া।
তোরেই আমার সার জেনেছি
( ওরে ) চিরহরষভরা॥"

এদিকে পরী তখন গিয়েছিল বনের ঝরণা থেকে জল আন্‌তে। দূর থকে সে গানটা শুনতে পেলে। তখন সে ফিরে গিয়ে তার বরকে বল্‌লে "আমি এতদিন আমার জাতের কাছ থেকে দূরে ছিলুম আর থাক্‌তে পার্‌চি না; এই আমি যাই"—এই বলেই পরী সেই ঝরণার ধারের শাল গাছের ফুলের ভিতর মিলিয়ে গেল। তখন তার বর, ছেলে, আর দেওর সবাই মিলে তাকে সেই শাল গাছের কাছে গিয়ে কত ডাক্‌লে, তবু কিছুতেই সে আর ফির্‌লে না। দেখ্‌তে দেখতে গাছটা শাল ফুলে ভ'রে গেল।

# কুমোরের পো

একদিন একটি গরীব কুমোরের বৌ তার কোলের ছেলেটিকে নিয়ে বনে গিয়েছিল কাঠ কুড়োতে। ছেলেটিকে সে একটা গাছের তলায় রেখে কাঠ কুড়োতে লেগেচে—এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা প'ড়ে গেল। এমন সময় কোথা থেকে একটা বাঘিনী এসে তার সেই ছেলেটিকে মুখে ক'রে উঠিয়ে নিয়ে গেল, সে বেচারী তা' জান্‌তেও পারলে না। গাছতলায় ছেলেটিকে না পেয়ে মনের দুঃখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সে বাড়ী ফিরে গেল।

বাঘিনী ছেলেটিকে মুখে ক'রে নিয়ে যেতে যেতে বাঘের সংগে পথে তার দেখা হ'ল। তখন সে বাঘকে বল্‌লে, "দেখ, আমি কেমন একটি মানুষের ছা পেয়েচি।" বাঘ ত তখনি সেটিকে ঘাড় মট্‌কে খেতে চাইলে। বাঘিনী বল্‌লে, "না, তা হবে না, আমরা এটিকে খাব না, আমরা দুজনে মিলে পুষ্‌বো।"

তারপর তারা ত সেই কুমোরের ছেলেটিকে নিজেদের কোটরে নিয়ে গেল। বাঘিনী ছেলেটিকে মানুষ করতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছেলেটি যখন বেশ বড় হয়ে উঠ্‌ল তখন তাকে তারা দুধের বদলে মাংস রেঁধে খাওয়াতে লাগ্‌ল। তারপর ছেলেটি একটু বড় হ'লে পর সে একদিন তার বাঘ বাপকে বল্‌লে, একটা তীর ধনুক এনে দিতে। বাঘ তাকে পাখী মারবার একটা তীর আর ধনুক ক'রে দিলে। সে সেই তীর ধনুক দিয়ে রোজই অনেক পাখী মেরে এনে তার বাঘ মা বাপকে দিতে লাগ্‌ল। তারা তার শিকার করা পাখী পেয়ে বেজায় খুসী হ'ত। একদিন বাঘিনী বাঘকে বল্‌লে, "দেখ্‌চ ত? কত শিকার ক'রে এনে আমাদের খাওয়াচ্‌চে? তুমি একদিন ওর ঘাড় মট্‌কাতে চেয়েছিলে মনে আছে?"

ছেলেটি আরো বড় হ'লে একদিন বাঘকে বল্‌লে, "আমায় লোহার ফলা দেওয়া তীর আর মজবুত ধনুক এনে দাও—যাতে বেশ বড় সড় জানোয়ার মারতে পারি।" বাঘ আর বাঘিনী দুজনে মিলে ছেলের তীর ধনুক ক'রে দেবে ব'লে কামারের খোঁজে বেরোল। বনের মাঝে একটা পথ দিয়ে ঠিক সেই সময় একটা কামার কাঠকয়লা কিন্‌তে যাচ্‌ছিল। বাঘ দুটোকে দেখ্‌তে পেয়েই ত সে বেচারী ছুটে পালাবার পথ পায় না। তারপর তখন সেই বাঘ আর বাঘিনী তাকে খুব নরম গলায় যখন বল্‌লে, যে তাদের ছেলেকে একটা লোহার তীরের ফলা তৈরী করে দিতে হবে তখন সে তাতে রাজি হ'ল। বাঘ তাকে আবার ব'লে দিলে যদি ঠিক্ সে না এনে দেয় তাহ'লে তাকে সে যেখানে পাবে ঘাড় মট্‌কে খাবে।

তারপর দুচারদিন পরে কামার লোহার তীরের ফলা তৈরী ক'রে এনে দিলে। লোহার ফলা তীরে এঁটে কুমোরের পো রোজ রোজ বড় বড় জানোয়ার মোষ, হরিণ, ছাগল মেরে আন্‌তে লাগ্‌ল। বড় বড় শিকার পেয়ে তখন বাঘ আর বাঘিনীর খুসী আর ধরে না।

কিছুদিন পরে তারা ছেলেটির বিয়ে দেবে ঠিক করলে। বাঘ আর বাঘিনী দুজনে মিলে ক'নের খোঁজে বেরোলো। অনেক বন, মাঠ, ঘাট পেরিয়ে তারা এক রাজার রাজপুরীর কাছে একটা সরোবর দেখ্‌তে পেলে। সেখানে সেদিন আবার রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে নাইতে নেবেছিলেন। বাঘের সেই রাজার মেয়েটিকেই ভাল লাগ্‌ল। বাঘিনী তখন রাজার মেয়েটিকে মুখে ক'রে নিয়ে পিঠে তুলে তার নিজের বাসায় নিয়ে চল্‌ল। সখীরা রাজার মেয়েকে বাঘে নিয়ে গেল দেখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রাজার কাছে বল্‌তে গেল। এদিকে বাঘিনী রাজার মেয়েকে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার সংগে সেই কুমোরের পোর বিয়ে দিয়ে দিলে।

বনে বাঘের বাড়ীতে মাংস খেয়ে খেয়ে রাজার মেয়ের অরুচি ধ'রে গেল। তখন সে একদিন তার বরকে চাল, ডাল, ঘি, তেল জোগাড় ক'রে এনে দিতে

বল্‌লে। [illegible] জঙ্গলের কাছে বৌয়ের খাবার অসুবিধা হয় জেনে তখুনি বনের মাঝখান দিয়ে যে সব বেপারীরা চাল, ডাল, নুন তেল নিয়ে [illegible] তাদের ভয় দেখাতে লাগ্‌ল। তারা ভয়ের চোটে বাঘের যা' যা' দরকার সব জিনিষ দিয়ে যেতে লাগ্‌ল। এই রকম ক'রে ত বেশ আরামে বর কনের কেটে গেল।

একদিন বাঘের মাথায় এক খেয়াল গেল। সে বাঘিনীকে বল্‌লে, "দেখ গোড়ায় একটা মানুষ ছিল, এখন হ'ল দুটো। এইবার আমরা আমাদের গেঁয়াতিদের ডেকে এনে এক ভোজ লাগাই।" বাঘিনীর ছিল মায়ার শরীর, সে কিছুতেই তাতে রাজি হ'ল না। শেষে বাঘ তার কথা শুন্‌লে না—সে গেল তার গেঁয়াতিদের ভোজ খেতে ডাক্‌তে। এদিকে বাঘিনী করলে কি, চুপি চুপি বাঘের বদমৎলবের কথা কুমোরের পোকে সব ব'লে দিলে। রাজার মেয়ে বেচারী সব শুনে বেজায় ভয় পেয়ে গেল। কুমোরের পো তাকে ভরসা দিতে লাগ্‌ল। তারপর কুমোরের পো তার বৌকে একটা উঁচু গাছের উপর চ'ড়ে থাক্‌তে বল্‌লে। আর নিজেও সেই গাছেরই নীচু ডালে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একশো বাঘকে নিয়ে বাঘ ঠিক্ সেই গাছতলায় হাজির হ'ল। তখন আর কি করে? কুমোরের পো তীর ধনুক দিয়ে একে একে একশো বাঘকে শেষ ক'রে তার বাঘবাপকেও মেরে ফেল্‌লে। তারপর বাঘগুলো সব ম'রে গেলে পর তারা দুজনে গাছ থেকে নাব্‌ল। কুমোরের পো বনের বাইরে কখনো যায়নি, তাই সে সহরে যাবার পথ জান্‌তো না। রাজার মেয়েকে সে পথ দেখিয়ে দিতে বল্‌লে। রাজার মেয়ে তাকে একটা উঁচু গাছে চ'ড়ে তার বাপের রাজপুরীর সীমানায় যে খুব বড় একটা কদমগাছ ছিল সেইটে দেখিয়ে দিলে। তারা সেই নিশানা দেখে চল্‌তে চল্‌তে রাজপুরীর সরোবরের কাছে এসে পড়ল। সেই সরোবরে নাইবার সময়েই বাঘেরা রাজার মেয়েকে

সুখে ক'রে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তারা গিয়ে পৌঁছতেই রাজার কাছে খবর গেল যে, তাঁর মেয়ে-জামাই দেশে ফিরেছেন।

জামাইকে আদর ক'রে আনবে ব'লে রাজা নাপিতকে পাঠালেন। রাজার মেয়েকে আনতে রাণী তাঁর সখীদের পাঠিয়ে দিলেন। সখীরা সরোবরের ঘাট থেকে রাজার মেয়েকে বরণ ক'রে ডুলিতে চাপিয়ে ভিতর মহলে নিয়ে তুললে। আর নাপিত বরকে খেউরী ক'রে কাপড় চোপড় ছাড়িয়ে সরোবরে নাইয়ে রাজার কাছে নিয়ে যাবে ব'লে তাকে কামাতে ব'সে গেল। দাড়ি কামাতে গিয়ে ঘেঁচ্ ক'রে দিলে তার গলাটি কেটে আর তার দেহটা পুখুরে ডুবিয়ে রেখে দিলে। নিজে সেই সব রাজবেশ প'রে রাজার জামাই সেজে রাজার কাছে গেল। রাজা জামাইয়ের আদরে তাকে বরণ ক'রে ঘরে তুললেন। রাজার মেয়ে তাকে দেখে জানতে পারলে যে সে তার বর নয়। তবে কি আর করে! পাছে একটা গোলমাল হয় তাই সে চুপ ক'রে রইল, কাউকে আর সে কথা জানালে না।

একদিন রাজা শিকার করতে যাবেন জানতে পেরে রাজার মেয়ে রাজাকে বললে—তাঁর জামাইটিকে সংগে নিতে। আর জামাই যে খুব ভাল তীর ধনুক ছুঁড়তে পারে তাও তার বাপকে বললে।

বনে নাপিতকে নিয়ে ত রাজা গেলেন শিকার করতে। জামাইকে পরখ করবেন ব'লে বনে যত জানোয়ার ছিল শিকারীদের দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে তার সামনে খেদিয়ে আনালেন। নাপিতের মাচানের সামনে সব জানোয়ার এল বটে তবু একটাও সে মারতে পারলে না। তীরের ফলায় গোবর মাখিয়ে রাজাকে দেখালে যে তীরগুলো জানোয়ারগুলোর মাথার মগজে ঢুকেছিল তবু জানোয়ারগুলো মরেনি তা সে আর কি করবে! আসলে সে ধনুকে ছিলে পরাতেই জানতো না, তা শিকার করবে কি?

একটা পরবে রাজা খুব বড় একটা ভোজ দেবেন ব'লে তাঁর সরোবরের সব মাছ ধরাবেন ঠিক করলেন। রাজার হুকুম মত জেলেরা জাল ফেল্‌তে লাগ্‌ল। সরোবরে বড় বড় এক মণ দেড় মণ মাছ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। একটা রাখাল তার পরণের কাপড়টা খুলে সেই সুযোগে গেল মাছ ধরতে। দৈবাৎ সে একটা বড় মাছ পেয়ে গেল। তখন সে মাছটা নিয়ে খুব মনের খুসীতে বাড়ী গেল। বুড়ী মা মাছটা পেয়ে আরো খুসী হ'ল। বুড়ীর ত আর তর সইল না। বঁটি দিয়ে গেল মাছ কাট্‌তে। বঁটি মাছের গায়ে লাগ্‌তে না লাগ্‌তেই বুড়ী শুন্‌তে পেলে মাছের পেটের ভিতর থেকে কে যেন বল্‌চে "খুব ধীরে বঁটি চালিও বাছা, আমি আছি যেন গায়ে চোট না লাগে।" বুড়ী ভাব্‌লে বুঝি কেউ ঘরের পাশ থেকে কথা বল্‌চে। বুড়ী মাছ কোটা ছেড়ে বাইরে দেখ্‌তে গেল—গিয়ে দেখ্‌লে কেউ কোথাও নেই। আবার বঁটি দিয়ে কাট্‌তে যেতেই আবার ঠিক্ সেই কথাই শুন্‌তে পেলে। তখন বুড়ীর বেজায় ভয় হ'ল। আর সে মাছটাকে কুট্‌তে চাইলে না। তার ছেলে বাড়ী ফিরে এসে দেখে মাছ তখনও কোটা হয়নি। সে বুড়ী মাকে বকাবকি ক'রে নিজে বঁটি নিয়ে গেল মাছ কুট্‌তে। সেও আবার ঠিক্ সেই রকম কথা মাছের পেট থেকে শুন্‌তে পেলে। তারপর সে তার মার কাছেও সব জান্‌তে পারলে। শেষে দুজনে মিলে মাছটার পেটটা ফেড়ে ফেল্‌লে। তখন তার ভিতর থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে পড়ল। তারা ত দেখেই অবাক্। তারপর বুড়ী সেই ছেলেটিকে ছাগলের দুধ খাইয়ে মানুষ করতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছেলেটি বেশ বড় সড় হয়ে উঠ্‌ল। একদিন রাখাল রাজাকে গিয়ে বল্‌লে "মহারাজ, আজকাল গোয়ালে মেলা গরু বাছুর হয়েচে এখন আর একলা পেরে উঠি না। আমার এক মামাতো ভাই আছে তাকেও গোয়ালের কাজে লাগান।"

রাজার হুকুম পেয়ে সে সেই মাছের পেট থেকে পাওয়া ছেলেটিকে রাজার গোয়ালে গরু চরাবে ব'লে নিয়ে গেল। সেই ছেলেটি রোজ

তীর ধনুক দিয়ে অনেক পাখী শিকার করত। রাজবাড়ীর লোকেরা তার হাতের টিপ দেখে অবাক্ হয়ে যেতো।

রাজার মেয়ে একদিন জান্‌লা থেকে সেই ছেলেটির টিপ দেখে জান্‌তে পারলে যে সেই হ'ল তার আসল বর। তাই রাজাকে বল্‌লে যে, আমার আসল বর যে হবে সে ঐ উঁচু কদম গাছের সব চেয়ে উপরকার কদমটিকে একতীরে মাটিতে পেড়ে ফেল্‌বে। রাজা ঢেঁড়্‌রা পিটিয়ে দিলেন—"যে সরোবরের ধারের বড় কদম গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালের কদমটিকে এক তীরে মাটিতে পাড়তে পারবে সে আধখানা মুলুক আর তাঁর মেয়েকে

পাবে।" অনেক রাজা-রাজড়া এল তীর ছুঁড়ে রাজার মেয়ে আর আধখানা মুলুক জিতে নিতে। গোড়ায় যে নাপিত রাজার জামাই সেজে ব'সে ছিল তাকে দেওয়া হ'ল টিপ করতে। সে ত তীর ছুঁড়তেই পারলে না। একে একে সব রাজারাই হেরে গেল। এমন সময় রাজার মেয়ে সেই রাখালের সাথীকে ধনুক নিয়ে তীর ছুঁড়তে বল্‌লেন। তখন সে যেমনি টিপ ক'রে তীর ছোঁড়া, আর অমনি কদমটি ঢিপ্ ক'রে মাটিতে পড়া! তখন আর কি, রাজা নাপিতের চালাকি টের পেয়ে তাকে উচিত সাজা দিলেন। কুমোরের পো তার বৌকে ত ফিরে পেলেই, আর তাছাড়া আধ্‌খানা মুলুকও পেলে।

# ধান বোনা (হোরো) পরব

বহুকাল আগে এক গাঁয়ে চার ভাই থাকৃত। তারা কেউই বিয়ে করেনি। সকলে বেশ মিলেমিশে এক জায়গায় এক বাড়ীতেই বাস করত। তাদের গাঁয়ের পাশে একটা গাঁয়ে এখন 'হোরো' পরব হবে। সবাই মিলে চালের পিঠে করচে আর পিটুলী দিয়ে ঘরের দেয়ালে মানুষ, পাখী, ঘোড়া এঁকে আল্পনা দিয়েচে।

একদিন বড় ভাইটি সেই গাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে ঘরের দেয়ালের আল্পনাগুলো সব দেখ্তে পেলে। তখন তার খেয়াল হ'ল একটা পুতুল গড়্তে। সে করলে কি, একটা কাঠের পুতুল গ'ড়ে চুপি চুপি সেই আল্পনার কাছে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে দিয়ে এল। সে একথা ভায়েদের কি আর কাউকেও জানালে না। এদিকে তার পরের দিন তার মেজ ভাইও সেই গাঁয়ে বেড়াতে গেছে। সে সেই দেয়ালের আল্পনা আর কাঠের পুতুল দেখে চুপি চুপি পুতুলটার গায়ে মাটি লেপে দিয়ে এল। এ-কথাও সে কাউকেও বল্লে না। তার পরের দিন তাদের সেজভাইও ঠিক সেই গাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে আল্পনা-আঁকা দেয়ালে ঠেস্ দেওয়া সেই মাটি-মাখান পুতুলটা দেখ্তে পেয়ে চুপি চুপি রাতারাতি সেটাকে নানান রঙ দিয়ে সাজিয়ে, পুঁতির গয়না পরিয়ে ঠিক সেই জায়গাতেই রেখে এল। কেউই তা' জান্তে পারলে না।

তারপর তাদের সব ছোট ভাইটিও বেড়াতে বেড়াতে পরের দিন ঠিক সেই পুতুলটির কাছে গিয়ে হাজির। সেই রঙ করা পুতুলটি দেখে তার ভারি

ভাল লাগ্‌ল। সে দেবতার কাছে কায়মনে মানত করতে লাগ্‌ল "ঠাকুর, এই পুতুলটিকে জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে দাও।" দেবতা তার কথা শুন্‌লেন। পুতুলটি তখন জীবন পেয়ে হয়ে পড়্‌ল একটি চমৎকার দেখ্‌তে মেয়ে। সে সেই মেয়েটিকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

বাড়ীতে নিয়ে যেতেই তার অপর ভায়েরা তাকে জিগ্‌গেস্ কর্‌লে "একে তুই কোথায় পেলি"? সে সব কথা বল্‌লে। তখন যে ভাই রঙ দিয়েছিল সে তাকে বিয়ে করবে ব'লে দাবী কর্‌লে। তার দাবী শুনে তার বড় ভাই—যে মাটি লেপে দিয়েছিল সে দাবী কর্‌লে। তার দাবী শুনে যে বড় ভাই পুতুলটি গড়েছিল সে দাবী করলে। তাদের ঘরে কখনও ঝগড়া বিবাদ হয় না, আর আজ কেন এত গোল হয় গাঁয়ের লোকেরা জান্‌তে এল। তখন তাদের কাছে তারা সব শুনে যে গোড়ায় পুতুলটি তৈরী করেছিল সেই বড় ভাইকেই মেয়েটি দিলে।

সেই থেকে ধান বোনা 'হোরো' পরবে তাদের কথা সিংভূম জেলায় সবাই ব'লে থাকে।

# ক'নের কথা

এক গাঁয়ে একটি মেয়ে থাক্‌ত। তার এক ভাই ছিল আর তার বৌ ছিল।

মেয়েটি বড় হ'তেই তার ভাই তার বিয়ের সব ঠিক্ করলে। এখন বিয়েতে লোকজনদের খাওয়াতে হবে ব'লে শালপাতার ঠোঙা আর পাতা চাই। বিয়ের আগের দিন সেই মেয়েটিকে তার বৌদি বল্‌লে বন থেকে পাতা জোগাড় ক'রে আন্‌তে। আর মাচান বাঁধ্‌বার দড়ী হবে ব'লে গাছের ছাল বন থেকে জোগাড় ক'রে আন্‌তে বল্‌লে।

মেয়েটি ত অনেক ক'রে পাতা, গাছের ছাল সব জোগাড় ক'রে বাড়ী আন্‌লে। বৌদি তা' পেয়েও খুসী হ'ল না। সে তাকে আবার সেই অবেলায় বনের ভিতর থেকে আরো পাতা-লতা জোগাড় ক'রে আন্‌তে হুকুম করলে।

বেচারী আর কি করে, বনের ভিতর আবার গেল। এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত হয়ে এল। চোখেও ভাল দেখ্‌তে পায় না। এমন সময় একটা হেঁড়ে মাথা নিয়ে বুড়ো বাঘ কোথা থেকে তার সাম্‌নে এসে হাজির!

তাকে দেখে বাঘটা জিগ্‌গেস্ করলে, "কি নাতিন্, কি খুঁজ্‌চ গো?" ক'নেটি তখন ভয়ে জড়সড় হয়ে আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে জবাব দিলে, "আমি এখন আমার ভায়ের বাড়ী যাব—সেখানে তাদের গান শুনিয়ে পয়সা রোজকার ক'রে খাব।" বাঘটা তখন তাকে তার নিজের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "বেশ ত ভয় কি; তোমার ভায়েরা শিকার ক'রে ফেরবার আগে না হয় আমার বাড়ীতে একটু বস্‌বে চল না?" সে আর তখন কি করে। বেচারী ভয়ে ভয়ে বাঘের পিছু পিছু গিয়ে তার সেই পাহাড়ের ফাটালের মুখে গিয়ে বস্‌ল। অপর সব বাঘগুলো যখন শিকার ক'রে ফিরলে, তখন পালের

গোদা সেই বুড়ো বাঘটা তাদের বল্‌লে, "এই দেখ্‌, তোদের ছোট বোনটি এসেচে, এখন একে তোরা আদর ক'রে ঘরে তুল্লেনে।"

তারপর বুড়ো বাঘের কথামত কেউ চাল আন্‌লে, কেউ বা রাঁধবার বাসন এনে দিলে, কেউবা নুন, কেউবা তেঁতুল, এমনি ক'রে যে-যা পারলে এনে দিলে।

তারপর তারা সবাই মিলে সেই ক'নেটির সংগে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলে। বুড়ো বাঘ খাওয়া হয়ে গেলে পর মেয়েটিকে বল্‌লে, "এইবার এস নাতিন্, তোমার ভায়েদের গানটা শুনিয়ে দাও। মেয়েটি তখন গান ধরলে—

"বোটেতো ইতুলাদ মিতুলাদ
কাতাটেতো দরপিল মরপিল।"

মানেটা এই যে—

"বাঘের মাথা বেজায় বড়
ঠেংটা বেজায় ছোট।"

ধেড়ে বাঘটা গান শুনেই তেড়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "না নাতিন্, এ গান চল্‌বে না, এমন গান গাও যাতে সবাইকার ভাল লাগে।" তখন সে আবার আর একটা গান ধরলে—

"রূপা রূপা মোড়াগো
নোড়া গোদকো।
টিরিরিউ টিরিরিউ কোয়াদো লিহি সালোং লিহি সালোং।" গানের ভাবটা এই—

"বাঁশী বাজিয়ে চাষার পো একা একা কোথায় যায়।"

এই গানটি শুনেই বাঘগুলোর বেজায় ভাল লেগেছে। ভাবে বিভোর হয়ে একজন আর একজনের কাঁধে থাবা রেখে দু ঠেঙে ভর দিয়ে সারি সারি গোল হয়ে মেয়েটিকে ঘিরে তারা গানের সংগে নাচ জুড়ে দিলে। তারপর গান শেষ হতেই বাঘেরা এত খুসী হয়ে গেল যে, যে যত পারলে কাপড় গহনা এনে ক'নেটিকে পরিয়ে দিলে।

এমনি ক'রে দিনের পর দিন, বাঘেদের সে গান শুনিয়ে খুসী ক'রে দিতে লাগ্‌ল। কিছুদিন পরে তার আর সেখানে থাক্‌তে মন যায় না ;—কি করে ? একদিন সে বুড়ো বাঘটাকে বল্‌লে, "আমার বাড়ী যাবার মন হয়েচে, বাড়ী গেলে দু একদিন পরেই আবার ফিরে আস্‌ব।"

তার কথা শুনে বুড়ো বাঘের বড় দয়া হ'ল। সে নাতনীকে বিদায় দেবার সময় এক ঝুড়ি ধান, এক হাঁড়ি মধু, একটা পাঁঠা দিলে, আর তাকে পৌঁছে দিতে দুটো বাঘকে সংগে দিলে। বাঘেদের ব'লে দিলে যে, পথে তারা তাকে কোনো রকম যেন ভয় না দেখায়। তখন সে বুড়ো বাঘের কাছে বিদায় নিয়ে বাঘ দুটোর সাথে বাড়ী ফিরলে। অনেক পথ চ'লে চ'লে বাঘ দুটো বড়ই হয়রাণ হয়ে পড়্‌ল। তখন তারা তাকে জিগ্‌গেস করলে তার গাঁয়ের নামটাই বা কি ? আর কত দূরই বা তাদের যেতে হবে ? সে বাঘেদের বল্‌লে, "আমার বাড়ী তুত্‌গোয়াকান রাজের এলাকায়—আর বেশী দূর নয়।" চল্‌তে চল্‌তে আবার যতবারই তারা পথের কথা মেয়েটিকে জিগ্‌গেস করে সেও সেই একই জবাব দেয়। শেষে তারা ঠিক্ সেই মেয়েটির বাপের বাড়ী যে গাঁয়ে তারই কাছে চষা ধেনো জমিতে এসে পৌঁছল। তখন মেয়েটি বাঘেদের ফিরে যেতে বল্‌লে। বাঘ দুটো সেখান থেকে ফিরে গেল।

বাড়ীতে যেতেই তার বৌদি গোড়ায় বেজায় রেগে গেল। বল্‌লে, "পাতালতা কুড়োতে তোর এতদিন লাগ্‌ল, কোথায় ছিলি তুই ?" সে তখন বাঘের কাছে গান শুনিয়ে রোজকার ক'রে যে সব জিনিষপাতি এনেছিল সব দেখালে।

কাপড়-চোপোড়, গয়না, মধুর হাঁড়ি এই সব দেখে তার বেজায় হিংসে হ'ল। ক'নের কাছে তখন সে জেনে নিলে যে, কোন্ গানটা গেয়ে সে বাঘকে এত বশ করতে পেরেচে।

তার পরের দিন বাড়ীতে কাউকে কিছু না ব'লে সে গেল বনের ভিতর বাঘের খোঁজে। বনে ঢুকেই ত তার সংগে বুড়ো বাঘের দেখা হ'ল।

বাঘ তাকে জিগ্‌গেস করলে "কি নাতিন, কিসের খোঁজে এখানে ?" সে তার ননদের শেখানো বুলি আউড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, "ভায়েদের কাছে গান শুনিয়ে রোজগার-পত্‌তর করতে বেরিয়েচি।" বাঘ তাকেও আবার তার ননদের মত নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। তাকে দিয়ে রাঁধিয়ে বাড়িয়ে সব বাঘেরা মিলে ভোজ খেলে। তারা গান গাইতে বল্‌লে। গোড়ায় সে যে গানটি গাইলে তাতেই বাঘেরা গেল বেজায় চোটে। তখন বুড়ো বাঘ তাকে আর একটা ভাল গান গাইতে বল্‌লে। সে বেচারী সেই গানটিই কেবল তার ননদের কাছে শিখেছিল, আর গান জান্‌ত না, তাই যেমনি সে আবার সেই গানটি গাইতে গেল অমনি সব বাঘেরা মিলে খেপে গিয়ে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌লে। সে হিংসের ফল হাতে হাতে পেলে।

# দু'বোন

এক চাষার দু'মেয়ে ছিল। মেয়ে দুটিকে সে ছেলের মত ক'রেই আদরে মানুষ করেছিল। মেয়ে দুটির ছোট বেলায় মা মারা গিয়েছিল, বাপই তাই তাদের মানুষ করতো।

একদিন সেই চাষা কাঠ কুড়োতে বনে গিয়ে একটা আবলুস গাছে অনেক ফল দেখ্‌তে পেলে। সে সেই ফল পেড়ে পেট ভ'রে খেলে। তার বড় বড় চুলের ঝুঁটিতে একটা ফল কি ক'রে আট্‌কে গিয়েছিল তা সে টেরও পায়নি। বাড়ী ফিরে রোজ যেমন তার মেয়েদের দিয়ে পাকা চুল তোলাতো, সেদিনও তাদের দিয়ে সেই রকম চুল তোলাতে বস্‌ল। দু'বোনের ভিতর একজনের হাতে সেই চুলের ভিতরকার ফলটা ঠেক্‌ল! সে তখন তার বাপকে জিগ্‌গেস করলে, "এটা কি ফল বাবা?" তার বাবা বল্‌লে, "এটা আবলুস ফল মা।" ফলটা খেয়ে মেয়েদের এত ভাল লাগ্‌ল যে, আরো ফল খেতে তাদের সাধ হ'ল। তখন তাদের বাপ বল্‌লে, "আমি তোদের বনে নিয়ে যাব, সেখানে যত খুসী ফল গাছ থেকে পেড়ে খেতে পারবি।"

তার পর দিন সকালে কথামত তাদের বাপ তাদের বনে নিয়ে গিয়ে আবলুস ফলের গাছ দেখিয়ে দিলে। বাপ বনে বনে ঘুরে ঘুরে কাঠ কুড়োতে লাগ্‌ল আর মেয়ে দুটি এগাছ থেকে ওগাছে মনের সাধে ফল খেতে লাগ্‌ল। এমনি ক'রে ফল খেতে খেতে তারা গভীর বনের ভিতর পথ হারিয়ে ফেল্‌লে। এদিকে তাদের বাপ কাঠকাটা শেষ ক'রে বাড়ী যাবার বেলা হয়ে গেল দেখে মেয়েদের নাম ধ'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। কোথাও বেচারা তাদের সাড়া পেলে না। গোড়ায় সে ভাব্‌লে মেয়েরা বনে বোধ হয় পথ হারিয়েচে, শেষে সে আবার মনে করলে হয়ত তারা তার আগেই বাড়ী ফিরে গেছে।

বাড়ী ফিরে এসে যখন সে দেখ্‌লে যে, তার বাছারা ফেরেনি, তখন সে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল।

এদিকে তার মেয়েরা বনে বনে তাদের বাপকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে পড়ল। তারা যখন দেখ্‌লে তাদের বাপের কুড়ুলের আওয়াজ বনের ভিতর কোথাও আর পাচ্‌চে না তখন তারা বেজায় মুস্‌ড়ে পড়ল। ঘুরে ঘুরে যখন বেজায় হয়রাণ হয়ে পড়ল তখন তাদের বেজায় পিপাসা পেলে। যখন তারা কোথাও জল খুঁজে পেলে না তখন তারা খুব একটা উঁচু গাছের উপর চড়ল। সেখান থেকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল যে, রাজহাঁসের সার

কোন্‌ দিকে উড়ে চলেচে। কেননা তারা জান্‌ত, যেদিকে হাঁস উড়ে যাবে সেই দিকেই তারা ঠিক্‌ জল পাবে। তারা দেখ্‌লে একটা বক অনেক দূর উড়ে এক জায়গায় বস্‌ল। একটি বোন গাছ থেকে নেবে যেদিকে বকটা উড়ে গিয়ে নেবেচে সেই দিকে সে জলের খোঁজে চল্‌ল। অনেক দূর যাবার পর বড় মেয়েটি একটি শানবাঁধানো রাজার পুকুর দেখ্‌তে পেলে। পুকুরের জল আরসীর মত ঝক্‌ঝক্‌ করচে। যেমনি সে বেচারী জল খেতে যাবে অমনি সেখান দিয়ে যাচ্‌ছিলেন এক রাজপুত্‌তুর। তাঁর তাকে দেখে বেজায় ভাল লাগল। তিনি তাকে বিয়ে কররেন ভাব্‌লেন। তাকে জল খেতে মানা ক'রে বল্‌লেন, "যদি আমায় তুমি বিয়ে কর, তবে আমি তোমায় জল খেতে দেব, তা না হ'লে ছুঁতেও দেব না।" তখন সে বেচারী আর কি করে, জল না পেলে মারা যায় তাই তখুনি বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল। রাজপুত্‌তুর তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ধুম্‌ধাম ক'রে বিয়ে করলেন।

এদিকে ছোট মেয়েটি তার দিদির আশায় গাছের উপর ব'সে ব'সে বেজায় হয়রাণ হয়ে পড়ল। তাকে আবার একপাল বাঁদরে মিলে বেজায় দিক্‌ ক'রে তুল্‌লে। এদিকে রাত হয়ে গেছে—গাছ থেকে নাব্‌লেও বিপদ,

কি করে! বাঁদরের উৎপাতে শেষে যেম্‌নি সে গাছ থেকে নেবেচে আর বনের বাঘ ভালুকে মিলে তাকে খেয়ে ফেল্‌লে।

তার পরের দিন সকালে বনের ঠিক্ সেই দিক্ দিয়ে একটা রাখাল গরু চরাতে যাচ্ছিল। সে সেই গাছতলায় মেয়েটির হাড়গুলি দেখ্‌তে পেয়ে একটা বেয়ালা তৈরী করবে ব'লে তুলে নিলে। বেয়ালা এমনি চমৎকার হ'ল যে, যে শোনে তারই মন গ'লে যায়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার বেয়ালা বাজানোর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেও আর গরু চরান ছেড়ে দিয়ে বেয়ালা বাজিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে লাগ্‌ল। বাজনা বাজিয়ে ফিরতে ফিরতে সে যে রাজপুত্‌তুরের সংগে চাষার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল সেই রাজবাড়ীতে এসে পড়ল। নামজাদা বাজিয়ের বাজনা শোন্‌বার তরে রাজদরবারে অনেক লোক জড় হ'ল। রাজপুত্‌তুরের বউও সেই বাজনা শুনতে এলেন। যেমন সে বাজনা বাজাতে সুরু করলে অমনি সবাই মোহিত হয়ে গেল। এদিকে রাজপুত্‌তুরের বৌয়ের বাজনা শুনে কান্না পেতে লাগ্‌ল। তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, বাজনা থেকে কে যেন গান গেয়ে বল্‌চে ঃ—

"বাবার সনে দু'বহিনে ফল কুড়লেম বনে বনে,
দিদি আমার জলের খোঁজে গিয়ে হ'ল রাজার ক'নে।
এই ছিল মোর কপালে যে বাঘের হাতে পরাণ তেজে
হাড়ের বাজন হয়ে শেষে কাঁদি হেন অকারণে॥"

গান শুনতে শুনতে রাজপুত্‌তুরের বউ বেহুঁস হয়ে পড়লেন। রাজপুত্‌তুর বউয়ের ভাব দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। তাই তিনি তখন তাকে তার বাজনা শুনে এমন কেন হ'ল জিগ্‌গেস্ কর্‌লে। তখন বউ তাকে তার জীবনের ঘটনা সব খুলে বল্‌লে। আর বল্‌লে, যে ক'রেই হোক্ সেই বাজনাটি তাকে জোগাড় ক'রে দিতেই হবে। রাজপুত্‌তুর তাকে খুসী করবেন ব'লে উঠে প'ড়ে লাগ্‌লেন। হুকুম করলেন, বাজিয়েকে সেদিন রাজ-অতিথি ক'রে রাখ্‌তে।

বাজিয়েকে খাবার চাল ডাল নুন তেলের সিধে দেওয়া হ'ল। সে নেয়ে এসে রাঁধ্‌বে বাড়বে ঠিক করলে। যেই সে বাজনাটি রেখে পুকুরে নাইতে গেছে আর ঠিক্ সেই সুযোগে রাজপুত্‌তুরের চাকর বেয়ালাটা সরিয়ে ফেলে ঠিক সেই রকম দেখ্‌তে আর একটা বেয়ালা সেখানে রেখে দিলে। বাজনদার নেয়ে ফিরে এসে রেঁধে বেড়ে খাওয়া দাওয়া সেরে সেখান থেকে যাবার সময় রাজার কাছে অনেক বক্‌সিস্ পেলে। রাজপুত্‌তুর হুকুম করলেন যে, তাঁর মুলুকে আর সে যেন বাজনা না বাজায়।

সে-দেশ ছাড়িয়ে গিয়ে সে যখন বাজনাটা বাজাতে গেল তখন সবই সে টের পেলে। তারপর সে বাজনা বাজানো ছেড়ে দিয়ে গরু চরাতে মন দিলে।

রাজপুত্‌তুর যখন রাজা হ'লেন তখন তাঁর রাণী তাঁর বোনের হাড়ের তৈরী বাজনাটাকে একটা সোনার ঘটের ভিতর পুরে রেখে দিলে। তার উপর কাঁইবিচির আটা, পিটুলী আর সিঁদুর দিয়ে নানারকম লতা পাতা এঁকে দিলে। রোজ সে ভগবানের কাছে মানত করতে লাগ্‌ল যাতে তার বোনকে আবার সে ফিরে পায়। তার তপে খুসী হয়ে একদিন দেবতা তাকে এক ভাঁড় গংগা জল এনে দিলেন। সে যেমনি সেই জল তার বোনের হাড়ের উপর ছিটিয়ে দিলে আর অমনি বোন বেঁচে উঠ্‌ল। তারপর থেকে দু' বোনে বেশ সুখে দিন কাটাতে লাগ্‌ল।

# জলচর জামাই

এক গাঁয়ে এক চাষার ছেলেপুলে হবে, তাই সে রোজ তার বৌকে নানান জিনিষ এনে খাওয়াত, নানান রঙের কাপড় এনে পরাত।

এখন একটি পুকুরে অনেক কলমী শাগ হয়েছিল। চাষার বৌ কলমী শাগ খেতে বেজায় ভালবাসত। সেই পুকুরের মালীক ছিল এক কুমীর, তাকে পয়সা দিয়ে তবে কলমী শাগ আন্‌তে হ'ত। সেই কুমীরের সাথে শেষে চাষার বেজায় ভাব হয়ে গেল। তার ছেলেপুলে হবে শুনে কুমীর তাকে বল্‌লে, "দেখ ভাই চাষী, তোমার ছেলে হ'লে আমার সাথে তার সেঙাৎ পাতাতে হবে, আর যদি মেয়ে হয় ত বিয়ে দিতে হবে। এতে যদি রাজী না হও ত আর শাগ তুল্‌তে দেব না ব'লে দিচ্‌চি।" চাষী কুমীরের কথায় রাজী হ'ল।

চাষার শেষে একটি মেয়ে হ'ল। মেয়েটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেশ বড় সড় হয়ে উঠ্‌ল। একদিন সে তার মায়ের সংগে পুকুরে গেল কলমী শাগ আন্‌তে। সেখানে গিয়ে সে পুকুরের ঠিক্ মাঝখানে একটা চমৎকার লাল শালুক ফুল দেখে সে সেই শালুকটা নেবে ব'লে বেজায় আব্‌দার কর্‌তে লাগ্‌ল। মা তাকে জলে নেবে সেই ফুলটি তুলে আন্‌তে বল্‌লে। যেখানে সে জলে নেবেচে ঠিক্ সেখানে ওৎ পেতে জলের ভিতর ছিল কুমীরটা। কুমীরটা তাকে পিঠে ক'রে সর সর ক'রে জলের মাঝখানে নিয়ে গেল। তারপর যেই সে ধীরে ধীরে জলে ডুব্‌তে লাগ্‌ল তখন তার মাকে সে চেঁচিয়ে সেখান থেকে বল্‌তে লাগ্‌ল "মাগো, এই দেখ আমার হাঁটু ডুব্‌ল,—এই দেখ আমার কোমর ডুব্‌ল, এই দেখ আমার গলা ডুব্‌ল।" তার মা তাকে পুকুর পাড় থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিলে, "কি করি মা বল, কুমীরের সাথে তোর বিয়ে দেব ব'লে তোর বাবা তাকে কথা দিয়েচে, এখন তোর বর তোকে নিয়ে যাচ্‌চে।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কুমীরটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে পুকুরের তলায় তার বাসায় ডুব দিলে। মেয়েটিকে তার বাসায় রেখে কুমীর ভুস্ ক'রে জলের উপর

আবার ভেসে উঠ্‌ল। তারপর তার শাশুড়ীকে বল্‌লে, "ভয় নেই মা, আমি একমাস পরে আমার বৌকে নিয়ে পায়ের ধূলো নিতে তোমাদের বাড়ীতে যাব।" এই কথা বলেই আবার জলের মাঝে কুমীর ডুব দিলে।

জলের তলায় ফিরে গিয়ে কুমীর তার বৌকে বল্‌লে ভাল ক'রে ভাত পচিয়ে এক হাঁড়ি মদ তৈরী করতে। ঠিক্ একমাস পরে জল থেকে উঠে কুমীর বৌয়ের মাথায় মদের হাঁড়ি চাপিয়ে নিজে তার পিছন পিছন শ্বশুর বাড়ী চল্‌ল। কুমীর বেচারী এঁকে বেঁকে, হেলে দুলে ডাঙার উপর বেশী জোরে চল্‌তে পারে না। তাই সে বৌয়ের সাথে সাথে পৌঁছতে পারলে না। মেয়েকে মদের হাঁড়ি মাথায় এক্‌লা আস্‌তে দেখে তার বাপ মা তাকে বরের কথা জিগ্‌গেস্ করলে। বর পিছিয়ে পড়েচে জান্‌তে পেরে তারা তাদের ছেলেকে এগিয়ে গিয়ে পথ দেখিয়ে আন্‌তে বল্‌লে। ছেলেটা পথে কেবল কুমীরটাকে আস্‌তে দেখে বর খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এল। তারপর যখন সে শুন্‌লে যে, সেই কুমীরটাই তার বোনের বর তখন সে বেচারী বেজায় মুস্‌ড়ে পড়ল।

কুমীরটা ত কোনো রকমে শেষে হেল্‌তে দুল্‌তে এসে হাজির হ'ল। শাশুড়ী তাকে একটা গরুর জাবনা খাবার কাঠের পিপেতে ক'রে মদ খেতে দিলে। মদ খেতে খেতে সে ধীরে ধীরে বেহুঁস হয়ে পড়ল।

তার বৌ তখন তার নেশা কাটাবার নানান উপায় করতে লাগ্‌ল। কিছুতেই তার আর নেশা ছাড়ে না। শেষে সে নেশার ঝোঁকে লেজের এক ঝাপটে বৌকে মাটিতে ছিট্‌কে ফেল্‌লে। তখন গাঁয়ের লোকেরা জলচর জামাইয়ের উপর বেজায় চোটে গেল। লাঠি সোঁটা দিয়ে শেষটা তাকে শেষ ক'রে দিলে।

# মানুষ খেকো মানুষ

এক বনে এক বুনো থাক্‌ত। তার সাত ছেলে আর এক মেয়ে ছিল। ছেলেরা বন থেকে শিকার ক'রে আন্‌ত, তাই তারা সবাই মিলে খেতো। মেয়েটি বড় হ'তেই তার বাপ তার সংগে অপর একটি গাঁয়ের লোকের বিয়ে দিয়ে দিলে।

কিছুদিন বরের কাছে থাকার পর মেয়েটির, বাপ আর ভাইদের দেখ্‌তে সাধ হ'ল। তার বর এক দিন তাকে তার বাপের বাড়ীতে রেখে এল।

ভায়েরা রোজ শিকার করতে যেত, আর সে তাদের নানা রকম রেঁধে বেড়ে খাওয়াত। এখন একদিন সে ভায়েদের শাগ খাওয়াবে ব'লে শাগ কুচিয়ে কাট্‌তে গেছে—বঁটিতে কখন তার আঙুল কেটে গেল তা' সে টেরই পায়নি। শাগের সংগে রক্ত গেল মিশে।

ভায়েরা শিকার ক'রে ফিরে দেখে রাঁধাবাড়া হয়ে গেছে। খেতে ব'সে তারা শাগে লাল রঙ দেখ্‌তে পেলে। চেখে দেখে যে, শাগটা মাংসর চেয়ে সোয়াদ হয়েচে। তখন তার বোনকে ধ'রে পড়ল বল্‌তেই হবে কি ক'রে শাগে এমন সোয়াদ হ'ল। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর সে সব বল্‌লে।

তারা মনে মনে তখন মতলব আঁট্‌লে যে, তার বোনের মাংসর খুব সোয়াদ যখন আছে তখন তারা তাকে মেরে খেয়ে ফেল্‌বে।

শেষে তারা তাদের বাপকে বল্‌লে যে, বোন অনেক দিন বাড়ী ছেড়ে এসেচে এখন তাকে তার বরের কাছে পৌছে দেওয়া দরকার। বাপ তাতে রাজি হ'ল। তারা সাত ভাই মিলে তার বোনকে নিয়ে বন পার হয়ে চলল্‌। পথে যেতে যেতে রাত হয়ে এল, তাই বনের ভিতর একটা গাছতলায় বোনটিকে শুতে ব'লে তারা কাছেই একটা গাছের তলায় তীর ধনুক নিয়ে ব'সে রইল। তারা ঠিক করলে, যেই বোনটি ঘুমিয়ে পড়বে অমনি তারা তাকে তীর দিয়ে মেরে ফেলবে।

বোনটি সবই আগে থেকে টের পেয়েছিল। ভোরবেলা যখন তার ভায়েরা তীর ধনুক নিয়ে মারবার মৎলবে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেই সময় সে সে দেবতার কাছে মানত ক'রে গান ধরলে ঃ—

"সাত ভায়ের একটি বোন
শোন্ দেবতা শোন্।
বোনটিরে আজ মারবে ব'লে
করেচে তারা পণ ॥
এখন তাদের তীর হয় যেন গো ধীর ॥"

গোড়ায় একে একে ছ'ভাই তীর ছুঁড়লে। একটি তীরও দেবতার দয়ায় তার গায়ে লাগ্‌ল না। ধীরে ধীরে তীর এসে মাটিতে প'ড়ে গেল। তারপর ছোট ভায়ের তীর ছোঁড়ার পালা। সে বেচারা বোনটিকে কিছুতেই মারতে রাজি হয় না। তখন তার ছ'ভাই মিলে তাকে নানারকম ভয় দেখিয়ে বল্‌লে—"যদি তুই তীর না ছুঁড়িস্ তাহ'লে তোকেই আমরা মেরে আগে খেয়ে ফেল্‌ব।" তখন আর কি করে, বেচারা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তীর ধনুক নিয়ে বোনটিকে মারতে গেল। ঠিক্ সেই সময় তার বোন আবার দেবতাকে গান গেয়ে বল্‌লে ঃ—

"ছোট ভায়ের বড় মায়া
মারতে নাহি চায়।
না মারিলে মরে নিজে
হ'ল বিষম দায় ॥
এখন তীরের ফলা, মোর বেঁধে যেন গলা ॥"

ছোট ভাইটি ভেবেছিল টিপ না ক'রেই তীরটা ছুঁড়বে—যাতে বোনের গায়ে না লাগে। দেবতা এবারও তার বোনের কথা শুন্‌লেন—তাই তার তীরেই সে ম'রে প'ড়ে গেল।

তারপর ছ'ভাই মিলে তার বোনটিকে আগুনে ঝলসে নিয়ে ভাগ ক'রে খেতে বস্‌ল। তারা ছোট ভাইকে খেতে বল্‌লে; সে কিছুতেই খেতে রাজি হ'ল না। যখন আবার তারা জেদ ধরলে যে, তাদের সাথে খেতেই হবে। তখন সে বল্‌লে, "আমি মুখ না ধুয়ে এসে খাব না।" তাতে তারা রাজি হ'ল। সে বনের ভিতর একটা ডোবায় মুখ ধুতে গিয়ে সেখান থেকে কতকগুলো কাঁকড়া ধ'রে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে এল। তারপর তার ভায়েদের কাছ থেকে তার মাংসের ভাগটা নিয়ে সে বল্‌লে, "আমি অপর জায়গায় ব'সে খাব—তোদের সাথে খেতে পারব না।" এই কথা ব'লে সে সেই মাংস একটা উইয়ের ঢিবির ভিতর পুঁতে রেখে দিলে। তারপর তার ভায়েদের দেখিয়ে দেখিয়ে কাঁকড়াপোড়াগুলো চিবোতে লাগ্‌ল। ছোট ভায়ের মুখ চল্‌চে দেখে তারাও খুসী হ'ল।

তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে তারা বাড়ী ফিরে তাদের বাপকে জানালে যে, তাদের বোনটিকে তারা তার বরের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেচে। এদিকে মেয়েটির বর অনেক দিন থেকে বৌ বাড়ী ফিরচে না দেখে বৌকে বাপের বাড়ী থেকেফিরিয়ে আন্‌বে মনে ক'রে একদিন বেরিয়ে পড়ল।

পথে যেতে যেতে সে একটা বেশ বড় সড় আম গাছ দেখ্‌তে পেলে, আর তাতে একটা আমও ফ'লে আছে দেখ্‌তে পেলে। যেখানে তার বৌয়ের মাংস তার ছোট ভাই পুঁতেছিল ঠিক্‌ সেই জায়গায় গাছটা হয়েছিল। সে গাছে চ'ড়ে যেই আমটি পাড়তে যাবে আর অমনি আমটি ডাল সমেত উঁচুতে উঠে যেতে লাগ্‌ল। এমনি ক'রে যত সে আমটা পাড়তে যায় তত সেটা উপরে উঠে যায়। তারপর যখন সে বেজায় হয়রাণ হয়ে পড়ল তখন সে শুন্‌তে পেলে কে যেন বলচে, "তোমার ছোট শালা নিজে এসে যদি এই এই গাছটা কাটে

তারপর সে তখন সেখান থেকে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছল। বাড়ীতে যেতেই তার শ্বশুর আর তার শালারা তাকে পা ধোবার জল দিলে। সে জল ছুঁলে না, খেতে দিলে, খেলে না—বস্‌তে দিলে, বস্‌লে না। তখন তারা যখন তাকে তার কারণ কি জিগ্‌গেস করলে। তখন সে বল্‌লে যে তার ছোট শালা বনের ভিতর উইঢিবির উপরকার আমগাছটার আম যদি পেড়ে

না দেয় তাহ'লে সে আর তাদের বাড়ীমুখো হবে না। তখন তারা রাজী হয়ে গেল। তারা ছোট ভাইকে কুড়ুল নিয়ে জামাইয়ের সংগে যেতে বল্‌লে। ছোট ভাইটি তখন তার সাথে বনে গেল।

উইয়ের ঢিবির উপরকার সেই আমগাছটা তার কথামত সে যেই কুড়ুল দিয়ে কাট্‌তে যাবে আর অমনি গাছের ভিতর থেকে শুনতে পেলে :—

"ধীরে ধীরে চালাও কুড়ুল
যায় না যেন কেঁচে।
ভয় কোরোনা, তোমার আসার
আশায় ছিলেম বেঁচে॥"

তারপর ছোট ভাই ধীরে ধীরে কুড়ুল চালিয়ে গাছটা কাট্‌তেই তার ভিতর ফাঁপা কোটর থেকে তার বোনটি বেরিয়ে পড়ল। বোনটি বেরিয়ে এসেই তাদের সংগে একবার বাপের কাছে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে তার বাপকে তার ছ'ভায়ের কথা সব ব'লে দিলে। তারপর সে বরের সংগে তার ঘরে ফিরে গেল।

# জেলেনীর কথা

বনের ভিতর একগাঁয়ে এক জেলে আর জেলেনী থাক্‌ত। জেলে রোজ রোজ বনের ভিতর একটা নদী থেকে জাল ফেলে মাছ ধ'রে আন্‌ত।

একদিন সে নদীতে গেছে মাছ ধরতে। হঠাৎ জালটা একটা কাঁকড়ার গত্‌তে গেল আট্‌কে। সে বেচারী যেই জালটা ছাড়াতে গেল, আর অমনি কাঁকড়া তার হাতটা তার দাড়া দিয়ে ধরলে কাম্‌ড়ে। এদিকে ঠিক্‌ এমনি সময় সেখানে বনের রাজা বাঘ তার ছোট ছোট বাঘের দলবল নিয়ে এসে হাজির। বিরাট বাঘের চেহারা—আর তার দলবলকে দেখেই ত জেলে বেচারার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। এদিকে কাঁকড়াটাও তার আঙুল ছাড়চে না।

নদীর ধারে একটা জাম গাছ থেকে দুটো জাম পেকে জলের উপর ঝুলে পড়েছিল। কেঁদো বাঘটা তার সাথীদের হুকুম করলে, নদীর ধারের জামগাছটার জাম দুটো পেকেচে কিনা দেখ্‌তে। তারা দেখে এসে বল্‌লে যে পাকে নি। তখন জাম খেতে না পেয়ে মনের দুঃখে বাঘ তার দলবলদের নিয়ে সেখান থেকে চ'লে গেল।

এদিকে বাড়ী ফিরতে জেলের দেরী হয় দেখে জেলেনী বেজায় ভয় পেলে। সে তার খোঁজে তাই নদীর দিকে চল্‌ল। পথেই জেলের সাথে তার দেখা হ'ল। জেলে বাঘের কথা সব বল্‌লে। বল্‌লে, "আজ কোনো গতিকে বেঁচে গেছি, কালকে আবার নদীতে-মাছ ধরতে গেলে বাঘে ধরবে।" জেলেনী সব শুনে তার পরের দিন জেলেকে আর নদীতে মাছ ধরতে যেতে দিলে না। সে নিজে গেল মাছ ধরতে।

আবার আগেকার দিনের মত বাঘরাজ সদলবলে নদীর ধারে এসে হাজির। সেদিনও সে তার দলের বাঘদের জাম ফল পেকেচে কিনা দেখ্‌তে বল্‌লে। জামফল দুটো সেদিন পেকে গাছ থেকে জলে প'ড়ে গিয়েছিল্‌। জাম দুটো গাছে না দেখ্‌তে পেয়ে বাঘ ত বেজায় রেগে গেল। বল্‌লে, "কাল পাকেনি ব'লে আমায় খেতে দিলিনি তোরা, আর আজ ত ফল দুটোই নেই দেখ্‌তে পাচ্‌চি; আমায় খুব বোকা বানিয়েচিস্‌ দেখ্‌চি।" বাঘ রেগে তার সাথীদের এই মারে ত এই মারে! এমন সময় জেলেনী বাঘকে বুঝিয়ে বল্‌লে যে, জামদুটোকে সে গাছ থেকে প'ড়ে নদীর জলে ভেসে যেতে দেখেচে—নদীর তীরে তীরে কিছু দূর গেলেই ফল দুটো পাওয়া যাবে। তখন বাঘ তার সাথীদের নিয়ে জাম দুটোর খোঁজে নদীর ধারে ধারে চল্‌ল। এদিকে বাঘকে তাড়িয়ে জেলেনীও খুসী হয়ে বাড়ী ফির্‌লে।

# গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

**বাঘগুহা ও রামগড়—মূল্য ১॥০**—"বাঘগুহা গোয়ালিয়র রাজ্যে অবস্থিত পর্ব্বতের গা খুদিয়া তৈরী। এই গুহামধ্যে কিছু চিত্র আছে। চিত্রগুলি অজন্তাগুহা চিত্রাবলীর ধরণের, এই গুহার সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধ যুগের ধর্ম্ম ও শিল্পের ইতিহাস সংযুক্ত আছে। একজন শিল্পী স্বচক্ষে ঐ গুহা দেখিয়া তাহার বর্ণনা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং বর্ণনা মনোরম ও মূল্যবান হইয়াছে।"

"রামগড় মধ্য-ভারতের সুরগুজা রাজ্যে। সেখানেও এক গিরিগুহা আছে। সেই গুহাতেও কিছু চিত্র আছে। তারও বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পী ছবির ভাষায় ও তুলির রেখায় দিয়াছেন। বর্ণনা সুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। **দেশকে জানিবার জন্য এ বই সকলের পড়া উচিত।**"—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৮।

**হো-দের গল্প—মূল্য** —"ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের অন্যতম হো। হো-দের কতকগুলি উপকথা সংগ্রহ করিয়া...... প্রকাশ করিয়াছেন। এই কৌতুককর গল্পগুলি ছেলেমেয়েদের প্রীতিজনক ত হইবেই। অধিকন্তু, ইহাদের দ্বারা তাদের কাছে অসভ্য এক জাতির মনস্তত্ত্বের সংবাদ প্রকাশিত হইবে। এইজন্য এই বইখানি নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছেও সমাদৃত হইবে।—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৮।

প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড্, এলাহাবাদ
প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা